NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণী

উত্তর মেসিডোনিয়ার নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ড, মৃত ৫১ ৭

কলকাতা ১৭ মার্চ ২০২৫ ৩ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.03.2025, Vol.18, Issue No. 274, 8 Pages, Price 3.00

ভারত শান্তি চাইলেও, পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে: মোদি

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: ভারত সব সময় শান্তি চেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান তার পরিবর্তে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে। আমেরিকার পডকাস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্ক নিয়ে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগও বিঁধলেন পাকিস্তানকে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির আমেরিকা সফরের সময়ে এই সাক্ষাৎকারটি নেন ফ্রিডম্যান। প্রায় তিন ঘণ্টার ওই সাক্ষাৎকারটি রবিবার প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মোদি জানান, ক্ষমতায় আসার সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামতের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার সময়ে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পাকিস্তানকে। লক্ষ্য ছিল, যাতে নতুন ভাবে সম্পর্ক শুরু করা যায়। কিন্তু শান্তি ফেরানোর প্রতিটি চেষ্টার বদলে অপর প্রান্ত থেকে 'বিরোধিতা' এবং 'বিশ্বাসঘাতকতা' মিলেছে বলে জানান মোদি।

তবে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস পাকিস্তানের আমজনতাও শান্তির পক্ষে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আশা করি তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং তারা শান্তির পথ বেছে নেবে। আমি বিশ্বাস করি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও শান্তি চান। কারণ, তাঁরাও এই বিবাদ এবং অস্থিরতার মধ্যে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই অবিরাম চলতে থাকা সন্ত্রাসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, যেখানে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন, এমনকি নিরীহ শিশুরাও মারা যাচ্ছে।'

মোদি জানান, ইসলামাবাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করতে তাঁর প্রথম উদ্যোগ ছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সময়ে। ওই সময়ে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এটি ছিল সদিচ্ছার একটি ইঙ্গিত।' কূটনৈতিক স্তরে এমন ইঙ্গিত গত কয়েক দশকের মধ্যে আর দেখা যায়নি বলে দাবি মোদির। শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করলেও ভারত কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি বলেও ওই সাক্ষাৎকারে জানান প্রধানমন্ত্রী।

ফ্রিডম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সময়ে উঠে আসে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রসঙ্গও। মোদির বক্তব্য, দেশভাগ একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক পর্ব ছিল। তবে ভারত দেশভাগকে মেনে নিয়ে এগোতে শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ বেছে নেয়নি বলে অভিযোগ মোদির। তিনি বলেন, 'আমরা আশা করেছিলাম, তারা (পাকিস্তান) নিজেদের মতো থাকবে এবং আমাদেরও নিজেদের মতো থাকতে দেবে। কিন্তু তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথে এগোয়নি। বার বার তারা ভারতের বিরুদ্ধে গিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ শুরু করেছে।'

ফের পাক সেনার কনভয়ে হামলা, নিহত ৯০ জওয়ান

ইসলামাবাদ, ১৬ মার্চ: ফের পাকিস্তানি সেনার কনভয়ে হামলা। রবিবার কোয়েটা থেকে তাফতান যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর কনভয়। সেই কনভয় লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে বালোচ লিবারেশন আর্মি। তাদের দাবি, ৯০ জন পাকিস্তানি সেনা জওয়ান নিহত হয়েছেন। যদিও পাকিস্তানি সেনার তরফে জানানো হয়েছে, রবিবারের হামলায় অন্তত সাতজন মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন ২১ জন।

পাকিস্তানি সেনার তরফে রবিবার বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, কোয়েটা থেকে তাফতান যাওয়ার পথে হামলা হয়েছে তাদের কনভয়ে। কনভয়ে ছিল সাতটি বাস এবং দু'টি গাড়ি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'একটি বাসে ধাক্কা দেয় বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি। সম্ভবত আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছে। আর একটিকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে।' সেনার হেলিকপ্টার ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে এনেছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

হামলার কিছুক্ষণের মধ্যে বিবৃতি দিয়ে দায় স্বীকার করেছেন বালোচ বিদ্রোহীরা। বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, 'কিছুক্ষণ আগেই নোশকির আরসিডি জাতীয় সড়কে রাখশান কারখানার কাছে পাকিস্তানি সেনার কনভয় লক্ষ্য করে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে বালোচ

লিবারেশন আর্মির ফিদায়েঁ বিভাগ মজিদ ব্রিগেড। কনভয়ে আটটি বাস ছিল। একটি বাস পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' বালোচ বিদ্রোহীদের দাবি, এখানেই থামেনি তারা। হামলার পরে আর একটি বাসকে ঘিরে ফেলেন বিদ্রোহীরা। তারপরে নিকেশ করেন বাসে সওয়ার সকল জওয়ানকে। ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা জানিয়েছে, এরপরে এই হামলার বিষয়ে বিশদে তথ্য দেওয়া হবে।

গত কয়েক দিন ধরে পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বার বার হামলা চালিয়েছেন বালোচ বিদ্রোহীরা। অপহরণ করেছেন আস্ত ট্রেন। শনিবার তুরবত শহরে সেনার কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে অভিযোগ। কনভয়ে থাকা বেশ কয়েকজন সেনা আহত হন জোরালো বিস্ফোরণে। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ওই ঘটনার দায় স্বীকার করেননি বালোচ বিদ্রোহীরা। তবে পুলিশের সন্দেহের তির তাঁদের দিকে।

গত মঙ্গলবার বালোচিস্তানের বোলানে মাশকাফ সুড়ঙ্গে জাফর এক্সপ্রেস অপহরণ করেন বালোচ বিদ্রোহীরা। প্রায় ৩০ ঘণ্টা ধরে পাক সেনার অভিযানে উদ্ধার হন যাত্রীরা। পাক সেনার দাবি, সব বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়েছে এই অভিযানে। বিদ্রোহীদের পালটা দাবি, ৩০ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে সংঘর্ষে। এই ঘটনার পর পরই বালোচ বিদ্রোহীদের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, পাক সেনা যদি তাঁদের ওপর হামলার চেষ্টা করে, তা হলে তাঁদের পরবর্তী নিশানা হবে ইসলামাবাদ। তার মধ্যে রবিবার আবার পাক সেনার কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালালেন বিদ্রোহীরা।

বালোচ বিদ্রোহীরা গ্বদর বন্দর এবং চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি) প্রকল্প থেকে চিনকে দূরে সরানোর দাবি তুলেছে। চিনের শিনজিয়াং প্রদেশের কাশগড় থেকে শুরু হওয়া রাস্তা কারাকোরাম পেরিয়ে ঢুকেছে পাকিস্তানে। ১৩০০ কিলোমিটার গিয়ে রাস্তা শেষ হয়েছে বালোচিস্তান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের গ্বদর বন্দরে। এই সুদীর্ঘ সড়কপথ চিন-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক বলেই দাবি করেছে বেজিং এবং ইসলামাবাদ। কিন্তু বিএলএর অভিযোগ, এই প্রকল্পের মাধ্যমে চিন বালোচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করছে। সেই নিয়ে পাক সেনার সঙ্গে তাদের সংঘাত ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুর নিয়োগ

■ **রাজ্যের পুরসভাগুলিতে কর্মী নিয়োগ নিয়ে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না বলে কঠোর বার্তা দিল রাজ্য সরকার। কোনও ভাবেই ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনকে বাদ দিয়ে নিয়োগ করা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিন কয়েক আগে বাম আমলে পুরসভাগুলিতে নিয়ম বহির্ভূত নিয়োগ নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।**

কমিটি গঠন

■ **পথ দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করে পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এবং ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়ায় গতি আনতে রাজ্য সরকার বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য ও জেলাস্তরে এই কমিটি গঠন করা হবে। পূর্ত, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, পুলিশের আধিকারিক এবং বিমা সংস্থার প্রতিনিধিরা কমিটিতে থাকবেন। প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে একই রকমের কমিটি তৈরি করা হবে। কলকাতা পুর এলাকায় কেএমডিএর একজন সদস্যকে কমিটিতে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।**

ফাঁসি বহাল

■ **বাংলাদেশে ২০ জন ছাত্রের ফাঁসির সাজা বহাল রাখল সে দেশের হাইকোর্ট। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আরও পাঁচ পড়ুয়াকে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বা বুয়েট)-এর এক পড়ুয়াকে পিটিয়ে খুনের মামলায় নিম্ন আদালত আগেই এই সাজা ঘোষণা করেছিল।**

পোশাক-জুতো

■ **ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুদীক্ষা কোনাঙ্কির পোশাক পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে সে দেশের এক সমুদ্রসৈকতে। গত বৃহস্পতিবার ভোরে ওই দেশের পুন্টা কানায় রিউ রিপাব্লিকা হোটেলের সমুদ্রসৈকতে তাঁকে শেষবারের জন্য দেখা গিয়েছিল একটি চেয়ারে সাদা রঙের পোশাক পড়ে বসে থাকতে। পাশেই বালিমাখা চটিও পাওয়া গিয়েছে।**

মৃত একাধিক

■ **উত্তর ম্যাসিডনিয়ার এক নৈশ ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে উত্তর ম্যাসিডনিয়ার কোকানি শহরের ওই নৈশ ক্লাবে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, সেই সময় নৈশ ক্লাবে হাজারেরও বেশি মানুষের ভিড় ছিল। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে। তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।**

আজ সুপ্রিমে শপথ বিচারপতি বাগচির

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলা শুনতে পারেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। ওই মামলায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে থাকতে পারেন তিনি। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, সোমবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন বিচারপতি বাগচি। তারপরেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চে তৃতীয় বিচারপতি হিসাবে তাঁকে দেখা যেতে পারে। তেমনটা হলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে তিনি প্রথম আরজি কর মামলা শুনবেন। সোমবার প্রায় দেড় মাস পরে সুপ্রিম কোর্টে উঠছে আরজি কর মামলা। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ওই মামলার শুনানি শুরু হওয়ার কথা। তখনই প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের সঙ্গে বসতে পারেন বিচারপতি বাগচি।

গত ১০ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তার আগে শীর্ষ আদালতের কলেজিয়াম তাঁকে বিচারপতি হিসাবে মনোনীত করেছিল। ছুটির জন্য সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ থাকায় বিচারপতি বাগচির শপথগ্রহণ হয়নি। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান রয়েছে। ওই দিনই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে কাজে যোগ দেবেন বিচারপতি বাগচি। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তথা এক নম্বর এজলাসে চলছে আরজি কর মামলা। সেখানে সোমবারের শুনানি তালিকার ৩ নম্বরে রয়েছে ওই মামলাটি। এখনও পর্যন্ত এক নম্বর এজলাসে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের নাম রয়েছে। ফাঁকা রয়েছে আর একজন বিচারপতির নাম। সম্ভবত

শপথগ্রহণের পরে সেখানে তৃতীয় বিচারপতি হিসাবে থাকবেন বিচারপতি বাগচি।

এর আগে হাইকোর্টে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলা শুনেছেন তিনি। তাঁর এজলাসেই ছিল সিবিআইয়ের করা সঞ্জয়ের ফাঁসির আবেদনের মামলাটিও। সেটির শুনানি করতে পারেননি বিচারপতি বাগচি। তার আগেই শীর্ষ আদালতে তিনি মনোনীত হয়ে যান। এখন সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা উঠতে পারে তাঁর কাছে। আরজি কর ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি মামলা প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানির তালিকায় রয়েছে। সেগুলিও শুনতে পারেন বিচারপতি বাগচি।

আরজি কর-কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় সিবিআই তদন্তে অখুশি পরিবার। তাদের বক্তব্য, অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন হয়নি সিবিআই তদন্তে। পুনরায় সেই বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখুক ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই মর্মে পরিবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন থাকায় হাই কোর্ট মামলা শুনতে রাজি হয়নি। এমতাবস্থায় নির্যাতিতার বাবা-মা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ ওই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি খন্না জানতে চেয়েছিলেন, পরিবার কোন আদালতে মামলা রাখতে চায়?

তারা জানায়, সিবিআই তদন্তে ত্রুটির বিষয়টির বিচার হোক হাইকোর্টে। অন্য দিকে, আরজি কর খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে শিয়ালদা আদালত। তাকে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছে সিবিআই।

অন্য দিকে, সিবিআইয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে সঞ্জয়ের ফাঁসির পক্ষে নয় বলে নির্যাতিতার পরিবার আদালতে জানিয়েছে। এই অবস্থায় সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি উঠছে। শীর্ষ আদালত কী জানায়, সে দিকে নজর থাকবে।

বৈঠকে বঙ্গ বিজেপি

কলকাতা: ১৮টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি কে হবেন? বৈঠকে বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটি। ২৫ জন জেলা সভাপতির নাম আগেই ঘোষণা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল ও রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। বিজেপির পরবর্তী রাজ্য সভাপতি কে? বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে কি তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জল্পনা তুঙ্গে। বৈঠকে ছিলেন অমিত মালব্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তীরা।

শুক্রবারই ২৫টি সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতিদের তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। এখনও জেলা সভাপতি নির্বাচন বাকি রয়েছে ১৮টি সাংগঠনিক জেলার। এই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নির্বাচনের সঙ্গেই জুড়ে রয়েছে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন। জল্পনা চলছে, সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি কে? এই প্রেক্ষাপটেই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন ভুতুড়ে ভোটার ইস্যুতে সুর চড়ালেন তারপর দিনই সাংগঠনিক বৈঠকে বসল বিজেপি।

রবিবার সল্টলেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনশল, বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে অগ্নিমিত্রা পাল, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং থেকে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়রা। বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ইতিমধ্যেই ২৫ জনের নাম ঘোষণা হয়েছে। ২২ জন হলেই আমরা রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করতে পারি।

পাকিস্তানে কোতল লস্কর জঙ্গি কাতাল

ইসলামাবাদ, ১৬ মার্চ: পাকিস্তানে নিহত লস্কর-এ-ত্যায়বার জঙ্গি আবু কাতাল। তদন্তকারী সংস্থাগুলির খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় প্রথম সারিতেই ছিল তাঁর নাম। ২৬/১১-র মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন কাতাল। তাঁর সঙ্গে মিলে একাধিক হামলা পরিচালনা করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে বহু সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে ছিলেন এই কাতাল। শনিবার রাতে পাকিস্তানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে দাবি, পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলাম জেলায় ছিলেন কাতাল। গাড়ি করে যাওয়ার সময়ে কেউ বা কারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। কাতালের পাশাপাশি তাঁর গাড়ির চালকেরও মৃত্যু হয়েছে। কাতালকে কারা খুন করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হামলাকারীদের চিহ্নিত করা যায়নি। পাকিস্তানে একাধিক নাম নিয়ে ঘুরতেন কাতাল। ফয়সল নাদিম, কাতাল সিদ্ধি নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। শনিবার রাতে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয় ঝিলামের ডিনা এলাকা থেকে। তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ হাফিজ এখনও লাহোরের কোথাও লুকিয়ে আছেন বলে দাবি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। জানা গিয়েছে, কাতালকে লস্কর-এ-ত্যায়বার প্রধান অপারেশনাল কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন হাফিজ।

গত বছরের ৯ জুন রিয়াসিতে পুণ্যার্থীদের বাসে হামলা চালানো হয়েছিল। সূত্রের খবর, কাতাল একাই সেই হামলার পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করেন। এছাড়া, ২০২৩ সালে রাজৌরিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার অন্যতম চক্রী ছিলেন কাতাল। ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র এই সংক্রান্ত চার্জশিটে কাতালের নাম রয়েছে। রাজৌরির গ্রামে ওই হামলায় দুই শিশু-সহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছিল। এনআইএ-র চার্জশিটে অভিযোগ, কাতাল তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের নানা প্রান্তে হামলার জন্য লস্কর জঙ্গিদের পাকিস্তান থেকে পাঠাতেন। উপত্যকায় যাঁরা সংখ্যালঘু, মূলত তাঁদের নিশানা করতেন কাতালরা। আবার সেনাবাহিনীর আধিকারিকেরাও তাঁদের নিশানায় থাকতেন। এনআইএ-সহ বহু তদন্তকারী সংস্থা কাতারের খোঁজ করছিল।

রাজৌরি হামলার ঘটনায় এনআইএর চার্জশিটে কাতাল ছাড়াও লস্করের আরও দুই জঙ্গির নাম ছিল। তাঁরা হলেন সইফুল্লা ওরফে সাজিদ জাট এবং মহম্মদ কাশিম। এঁদের মধ্যে কাতাল এবং সাজিদ পাকিস্তানেরই নাগরিক। কাশিম ২০০২ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যান এবং লস্করে যোগ দেন।

ফিরছেন সুনীতারা, মহাকাশে ইলন মাস্কের স্পেসযান

ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পৌঁছে গিয়েছে ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের মহাকাশযান। ক্রিউ-১০-এর চার মহাকাশচারী সেখানে নেমেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকার নভশ্চর সুনীতা উইলিয়াম এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোরের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছে। এত দিন পরে সহকর্মীদের পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুনীতারা। তাঁদের উচ্ছ্বাসের সেই মুহূর্ত ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। মার্কিন টিভি চ্যানেলে তা সরাসরি সম্প্রচারিতও হয়েছে।

নাসার তরফে সমাজমাধ্যমে ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, মহাকাশযানের দরজা খুলে একে একে বেরিয়ে আসছেন চার মহাকাশচারী। এপারে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন সুনীতা, বুচ এবং বাকিরা। মহাকাশে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না-থাকায় তাঁরা সকলেই ভাসছেন। ভাসতে ভাসতেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরছেন। কেউ

কেউ উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে উঠছেন। খুশি ধরা পড়ছে তাঁদের চোখেমুখে।

নাসা জানিয়েছে, স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশযানের দরজা খুলেছে রবিবার সকাল ১১টা ৫ মিনিটে (ভারতীয় সময়)। সাড়ে ৯টা নাগাদ ওই মহাকাশযানটি মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছয়। তারপর কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিরাপত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে যানের দরজা খোলা হয়। যে চারজন তাতে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দেন, তাঁরা হলেন নাসার অ্যান ম্যাক্লেন, নিকোল আইয়ার্স, জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জাক্সার প্রতিনিধি টাকুয়া ওনিশি এবং রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের প্রতিনিধি কিরিল পেসকভ। সুনীতারা তাঁদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে পৃথিবীতে ফিরবেন।

নাসা সূত্রে খবর, আগামী বুধবার ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর দেড়টা নাগাদ সুনীতা-সহ চারজনকে নিয়ে আবার পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা দেবে স্পেসএক্সের মহাকাশযান। সুনীতাদের সঙ্গে ফিরবেন নাসার নিক হগ এবং রুশ নভশ্চর আলেকজান্ডার গর্বুনভ।

গত বছরের জুন মাসে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন সুনীতা এবং বুচ। আট দিন পরেই তাঁদের পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু যে যানে চড়ে তাঁরা গিয়েছিলেন, সেই বোয়িং স্টারলাইনারে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। ফলে তাতে সুনীতাদের প্রত্যাবর্তন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। নাসা সিদ্ধান্ত নেয়, ওই মহাকাশযানে সুনীতারা ফিরবেন না। ফলে মহাকাশে আটকে পড়েন সুনীতা এবং বুচ। তাঁদের আট দিনের মহাকাশ সফর ন'মাসে দীর্ঘায়িত হয়েছে। মহাকাশ থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে বার্তা দিয়েছেন সুনীতা এবং বুচ। সাংবাদিক বৈঠকও করেছেন। তাঁদের ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে সারা বিশ্ব।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি
সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম
স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল
শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ
ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি
বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র
সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি
অর্থেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I **Madan Kumar** s/o Vijay Sukne R/o Vill. - Sukni, Tehsil- Udgir, Distt. Latur (Maharashtra) present R/o 25 P&S Unit, Air Force Station Hindan, Ghaziabad (UP) shall henceforth be known as **Madan Vijay Sukne** as declared before the Notary, Ghaziabad (UP) vide affidavit No 68AD 224325 Dated 28th November 2018. **Madan Kumar** and **Madan Vijay Sukne** both are same and identical person.

PUBLIC-NOTICE

One Original Deed of Conveyance dated 07-01-2009, executed by **Smt. Kum Kum Ganguly** in favour of **Smt. Sutapa Haldar & Smt. Sujata Kundu** in respect of land measuring about **2 Cottah 11 Chittak** more or less lying and situated at **Mouza- Kamrabad**, J.L. No.- 41, Re. Sa. No.- 2, 226, 227, Touzi No.- 109, comprised in R.S Dag No.- 4362 & 4365 under R.S. Khatian No.- 690 & 689, at Police Station- Sonarpur within Rajpur-Sonarpur Municipality under jurisdiction of A.D.S.R. Sonarpur in the District- South 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Sonarpur, recorded in Book No.- I, CD Volume No.- 1, Pages from 1166 to 1179, **Deed Being No.- 0056 for the year 2009**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1174** was lodged on **15-12-2023 with Sonarpur**, Police Station in respect of said deed by my client **Smt. Sutapa Haldar**. The said deed is not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained. **Ritu Hela (Advocate)**
Barrackpore Court, Mob: 978856804

NOTICE

This is to inform that, my client **Carlyle Ralph Vanjour** S/o Gilbert Vivian Vanjour residing at Sonamukhi, P.O.- Hijli, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721306 executed General Power of Attorney in respect of 0.087 Dec. property, vide Deed No IV-57 at Kolkata A.D.S.R on 25/01/ 2000 in favour of Anita Uttam W/o Prem Uttam, R/o- 53, Sarat Bose Road, Kolkatta, WB-700020, in respect of 0.087 Dec. property, R.S. Plot No. 963 & LR Plot No. 3068, Khatian No. 424 (R.S.), 1440 (L.R.), J.L. No.188, Mouza- Sonamukhi, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 0.087 Dec. area of the said property to **Sylvia Mary Chakravarty Vanjour** W/o Tapan Chakravarty R/o of Sonamukhi, P.O.- Hijli, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721306 through the Deed No. 4486 of Kharagpur A.D. S.R. on 20/07/ 2001. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই মার্চ, ৩ রা চৈত্র। সোমবার। তৃতীয়া তিথি, চিত্রা নক্ষত্র। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আস্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতায় আইআইটি-জেইই এবং নিট কোচিংয়ে রাইস বানসালের নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাইস এডুকেশন এবং বানসাল ক্লাসেস এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে নতুন কোচিং প্রোগ্রাম 'রাইস বানসাল', যা কোটার প্রখর দক্ষতা এবং কলকাতার শিক্ষামূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একত্রিত করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বানসাল ক্লাসেসের এমডি ও সিইও সামির বানসাল এবং রাইস অ্যাডামাস গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সমিত রায়। সমির বানসাল বলেন 'আমরা রাইস বানসালকে কলকাতায় আনতে পেরে খুবই আনন্দিত। আমাদের লক্ষ্য হল, ছাত্রদের উচ্চমানের কোচিং প্রদান করা, যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী হয় এবং সক্ষমভাবে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতা করতে পারে।' প্রফেসর ড. সমিত রায় বলেন, 'রাইস অ্যাডামাসে আমরা উচ্চ মানের শিক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের আস্থার সঙ্গে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, এবং তাদের জন্য একটি আধুনিক শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।'

দুয়ারে জল, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়ার: বালি বিধানসভা অন্তর্গত লিলুয়ার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড, যা পূর্বে ছিল হাওড়া পৌরসভার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড। বিগত কয়েক বছর ধরে এই ওয়ার্ডের কুমারপাড়া লেনের বাসিন্দারা নর্দমার পচা জল ও নোংরা আবর্জনার কারণে চরম সমস্যায় ভুগছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চললেও প্রশাসনের কোনো হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। একপ্রকার তারা গৃহবন্দি অবস্থায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কুমারপাড়া লেন থেকে বালি পৌরসভার ওয়ার্ড অফিস মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ, আর লিলুয়া থানা ও প্রশাসনিক ভবন ছয় মিনিটের দূরত্বে। তবুও বারংবার অভিযোগ জানানোর পরও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে আজ কুমারপাড়া লেনের বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করেন। তাদের দাবি, দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে এবং জমা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা আদৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা প্রায় বন্দি হয়ে পড়েছি। পচা নর্দমার জলের কারণে শিশু-বৃদ্ধ সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কতবার যে অভিযোগ জানিয়েছি, তার হিসেব নেই।'

আরেক বাসিন্দা সুব্রত ব্যানার্জী বলেন, 'দু'বছর আগে এই জমা জলের কবলে পড়ে দুজন প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবুও পৌরসভা বা প্রশাসন আজও উদাসীন। আমাদের দুর্দশার কোনো সুরাহা হয়নি।' দীর্ঘক্ষন অবরোধের পর স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নিলেও, এলাকাবাসীর হুঁশিয়ারি, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন তারা।

প্রয়াত নৃত্য গুরু পৌষালী মুখার্জীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি সুলগ্না একাডেমি ট্রাস্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বসন্তের রঙ শহরকে প্রাণবন্ত করে তোলার সাথে সাথে, সুলগ্না একাডেমি ট্রাস্ট তাদের বহু প্রতীক্ষিত বার্ষিক বসন্ত উৎসব - 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' মঞ্চস্থ করলো, যা ভারতীয় ধ্রুপদী এবং লোকনৃত্যের উদযাপনের জন্য নিবেদিত একটি সন্ধ্যা। এই বছর, এই অনুষ্ঠানটি আরও গভীর আবেগ ও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি সুলগ্না একাডেমি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী সুলগ্না ভট্টাচার্যের গুরু প্রয়াত পৌষালী মুখার্জির

প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল।

হাওড়ার নেতাজি সংঘ ক্লাবের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' যাতে ওড়িশি, ভারতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরী, কুচিপুড়ি এবং মোহিনীয়ত্তম থেকে শুরু করে প্রাণবন্ত লোক এবং সমসাময়িক ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ধারার বিশিষ্ট শিল্পী এবং তাদের নৃত্যদলগুলিকে একত্রিত করলেন। নৃত্য গুরুকে স্মরণ করে শিল্পী সুলগ্না ভট্টাচার্য বলেন, 'ওড়িশি এবং ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের প্রতি তাঁর আবেগ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং এই সন্ধ্যায় তাঁর উত্তরাধিকারকে সম্মান জানানোর আমাদের উপায়।'

যাদবপুর শ্রীকলোনিতে মানবিক বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে.. কবিগুরুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণদের উদ্যোগে ভিন্ন স্বাদের বসন্ত উৎসব কলকাতায়। সুভাষ সাংস্কৃতিক সংসদের তত্ত্বাবধানে, রাঙিয়ে দিয়ে যাও-এর পরিচালনায় বসন্ত উৎসব যাদবপুর শ্রীকলোনিতে। এই উৎসবে নানা রঙের বৈচিত্র। অনাথ শিশুদের নিয়ে এখানে উৎসবে মেতে ওঠেন উদ্যোক্তারা। মঞ্চ থেকে অনাথ আশ্রমের শিশুদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। থাকে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা। এখানেই বাকিদের চেয়ে আলাদা শ্রীকলোনি কালীবাড়ির বসন্ত উৎসব। এদিন নৃত্য-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ক্লাব সদস্য-সদস্যা ও বিশিষ্ট শিল্পীরা। এলাকাবাসী ও ক্লাব সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে, রাঙিয়ে দিয়ে যাও-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাফল্যের সঙ্গে রঙের উৎসব উদযাপন। উৎসব উদযাপনের মানবিক প্রয়াস নজর কেড়েছে সকলের।

খড়্গপুর বিভাগে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য বাতিল একাধিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় রেলের দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর বিভাগের শ্যাম চক স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজ চলার কারণে কিছু নির্দিষ্ট ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এই উন্নয়নমূলক কাজ রেল চলাচলের নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, কাজ চলাকালীন সময়ে যাত্রীদের কিছু ট্রেন বাতিলের কারণে সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যাত্রার পূর্বে রেলওয়ের ওয়েবসাইট বা স্থানীয় স্টেশনে যোগাযোগ করে আপডেট সংগ্রহ করুন।

৪ মে ও ১৮ মে বাতিল থাকছে বারিপদা-রাউরকেলা-বারিপদা এক্সপ্রেস,

পুরী-শালিমার সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, শালিমার-পুরী সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, শালিমার-পুরুলিয়া-হাওড়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস, বিশাখাপত্তনম-শালিমার বিশেষ ট্রেন, পুরী-শালিমার সাপ্তাহিক

এক্সপ্রেস,

সম্বলপুর-শালিমার মহিমা গোসাঁই এক্সপ্রেস,

শালিমার-পুরী সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, শালিমার-সম্বলপুর মহিমা গোসাঁই এক্সপ্রেস, পোরবন্দর-শ্যাম চক কবিগুরু এক্সপ্রেস, কোচিভেলি-শালিমার বিশেষ ট্রেন, উদয়পুর-শালিমার সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস,

লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-শ্যাম চক এক্সপ্রেস,

পুনে-হাওড়া এক্সপ্রেস, হাওড়া-চক্রধরপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস, হাওড়া-বোকারো স্টিল সিটি-হাওড়া এক্সপ্রেস, হাওড়া-জগদলপুর-হাওড়া সমলেশ্বরী এক্সপ্রেস, সেকেন্দ্রাবাদ-শ্যাম চক বিশেষ ট্রেন,

শালিমার-উদয়পুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, শালিমার-পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস,

হাওড়া-গোমোহ-হাওড়া মেমু এক্সপ্রেস,

হাওড়া-দিঘা কান্ডারী এক্সপ্রেস, দিঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস, শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ বিশেষ ট্রেন, হাওড়া-হাতিয়া-হাওড়া ক্রিয়া যোগ এক্সপ্রেস, হাওড়া-পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেস, শালিমার-কোচিভেলি বিশেষ ট্রেন,

আমদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেস, মাদ্রাজ-হাওড়া মেইল, হাওড়া-আমদাবাদ এক্সপ্রেস, হাওড়া-মাদ্রাজ মেইল, শালিমার-দিঘা-শালিমার বিশেষ ট্রেন, পুরী-শালিমার ধৌলি এক্সপ্রেস,

শালিমার-বোকারো স্টিল সিটি-শালিমার অরণ্যক এক্সপ্রেস, হাওড়া-বলাংগির-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস, হাওড়া-দিঘা-হাওড়া কান্ডারী এক্সপ্রেস,

হাওড়া-দিঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস,

শালিমার-পুরী ধৌলি এক্সপ্রেস, হাওড়া-দিঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস,

বাতিল হওয়া শহরতলির লোকাল ট্রেনের তালিকা

শ্যাম চক ((ট্রঙ্খ) স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের কারণে দূরপাল্লার এবং উপনগরীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যদিও যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, তবে এই প্রকল্প রেল যোগাযোগের নিরাপত্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তারা ভ্রমণের আগে রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, স্থানীয় স্টেশন বা হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে ট্রেনের সর্বশেষ আপডেট সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বসন্তের আহ্বান স্বপ্নার বাগানে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেউ গান, কেউ নাচ, কেউ কবিতায় যে যার মতো করেই রাঙিয়ে দিল দোলের দিন।স্বপ্নার বাগানের উদ্যোগে আয়োজিত বসন্ত উৎসব তাতেই হয়ে উঠল রঙিন। ছিল আবিরের ছোঁয়াও। নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা তুলে ধরার দায়িত্ব অবশ্য এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আহ্বায়ক সকলের কাছের মানুষ কাজের মানুষ অনিন্দ্য সেনগুপ্তের। আগামীতে আরও বড় আকারে এই উৎসবের আয়োজন করতে চান স্বপ্নার বাগান।

অন্ধকারের বিরুদ্ধে এক পরীক্ষার্থীর জীবনযুদ্ধ

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

রাস্তার ধারে ছোট্ট ঝুপড়ি। ছাউনি বলতে টালির ছাদ, তার নিচে পুরোনো খাটের এক কোণে বই-খাতা গুছিয়ে রাখে সে। সন্ধ্যা নামলেই ঝুপড়ির চারপাশে নামে ঘন অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারকে দূর করার মতো কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। তবুও সে পড়ে। কখনো রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের নিচে, কখনো প্রতিবেশীর দেওয়া ক্ষীণ আলোয়, কখনও বাঁ রান্নার কাজে ব্যবহৃত কুপির আলোয়।

ডোমজুর ব্লকের মাকড়দহ বেনিয়াপাড়ার এই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জানে, লড়াই ছাড়া কোনো পথ নেই। সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী। বাবা ভ্যান চালিয়ে, ইঁট, বালির বস্তা বয়ে যা আয় করেন, তাতে কোনোমতে খাওয়া জোটে। মা অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেন। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় সে। বাড়ির হাল ধরার দায়িত্ব একদিন তার কাঁধে আসবে;এই বাস্তবতা বোঝে বলেই ক্লান্ত শরীর, শূন্য পেট, বিদ্যুৎহীন রাত, কোনো কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

সরকারের দেওয়া ট্যাব আছে, কিন্তু সেটাও যেন এক পরিহাস। বিদ্যুৎ না থাকায় অধিকাংশ সময় তা বন্ধই থাকে। যেখানে প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করাই কঠিন, সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগের বিল কীভাবে আসবে? অথচ এই প্রতিকূলতার মধ্যেও সে বই আঁকড়ে ধরে আছে। কারণ সে জানে, এই বই-ই একমাত্র পথ, যা তাকে এই অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে পারে।

এই কিশোরীর নাম চাঁদ ব্যাধ ওরফে রীনা। মাকড়দহ গার্লস হাই স্কুল থেকে এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। তার লড়াই শুধু নিজের জন্য নয়, পরিবারের জন্যও। রীনা বলে, 'আমার পড়াশোনার জন্য পরিবার অনেক সাহায্য করে। আমার ঠাকুমা-ঠাকুরদা আমাদের বেত তৈরির কাজে সাহায্য করে। আমিও হাতের কাজ শিখেছি। আমরা দুই বোন, এক ভাই। আমি বড়। ছোট বোন-ভাই পড়াশোনা করে। আমার পড়াশোনার পাশে সন্ধ্যাবেলায় আমি ওদেরও পড়াই।'

পরিবারের এত দারিদ্র্যের মধ্যেও সে পড়াশোনাকে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরে আছে। 'বাবা-মা এত কষ্ট করে আমার আর দুই ভাই-বোনের পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছে। আমার ইচ্ছে আছে উচ্চ মাধ্যমিক

পাশ করার পর কোনো একটা কাজ করবো। তিন মাস যা টাকা পাবো, তা জমিয়ে কলেজে ভর্তি হবো। পরিবারের জন্য অনেক কিছু করতে হবে, তাই পড়াশোনাটা ভালোবাসি'; বলছিল রীনা।

প্রতিবছর উচ্চ মাধ্যমিকে কত ছাত্র-ছাত্রী ড্রপ আউট করে। সংসারের চাপ, দারিদ্র্য, হতাশা;সব মিলিয়ে অনেকেই বই ফেলে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু রীনা লড়ছে, হাল ছাড়েনি। তার অনেক বান্ধবী আছে, যাদের পরিবারে কোনো অভাব নেই, তবুও তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রীনা বলেন, 'আমার বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, মোবাইল চার্জ দিতে পারি না। পাখা, আলোও নেই যে অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করবো। তবু আমি হাল ছাড়িনি। আমি যদি এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারি, তাহলে যাদের সমস্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দিচ্ছে, তারা যেন না ছেড়ে দেয়।'

তার জীবন কাহিনী উন্নয়নের রাজ্যের ঝাঁ চকচকে আলোর মধ্যে একরাশ অন্ধকারকেই মনে করিয়ে দেয়।একদিকে শহরের উজ্জ্বল আলোর ভিড়ে থাকা মানুষজন, অন্যদিকে এই রীনার মতো অগণিত ছাত্র-ছাত্রী, যাদের স্বপ্ন দেখার অধিকার থাকলেও, তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নেই। সরকার শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ট্যাব দিচ্ছে, কিন্তু সেই ট্যাব চালানোর মতো বিদ্যুৎ কি দেবে?

তবু এই কিশোরী হাল ছাড়েনি, সে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কিন্তু আমরা? সমাজ কি একটুকরো আলো পৌঁছে দিতে পারি না তার কাছে? প্রশাসন কি এই দৃঢ়চেতা ছাত্রীর পাশে দাঁড়াবে না? রীনা জানে, একদিন এই লড়াইতে জিততেই হবে। কিন্তু আমরা কি পারি না তার পথটাকে একটু সহজ করতে? একটু আলোর ব্যবস্থা করে দিতে? যাতে সে শুধু স্বপ্ন দেখবে না, সেই স্বপ্ন পূরণের শক্তিটুকুও পাবে!

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৭ মার্চ ২০২৫, ৩ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার

মুক্তরামবাবু স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় ফের ভাঙল বাড়ি। রবিবার দুপুরে জোড়াসাঁকো থানা এলাকার মুক্তরামবাবু স্ট্রিটে পুরনো বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। বাড়িটি সংস্কারের কাজ চলছিল। ফলে ধ্বংসস্তূপে এক শ্রমিক আটকে পড়েন। পরে অবশ্য তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংকীর্ণ গলির মধ্যে থাকা বহু পুরনো চারতলা বাড়িটিতে সংস্কারের কাজ চলছিল। ফলে বাড়ি ফাঁকাই ছিল। এদিন কাজ চলাকালীন আচমকাই হুড়মুড়িয়ে বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে পড়ে। ভাঙা অংশে আটকে পড়েন কর্মী। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর আঘাত গুরুতর নয় বলেই খবর। এদিকে বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। চারিদিক ঘিরে ফেলা হয়। এসেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল এবং সিইএসসি অফিসের কর্মীরাও। বাড়ির ভিতরে এখনও তল্লাশি চলছে। টর্চের আলো দিয়ে দেখা হচ্ছে, ভিতরে আর কেউ আটকে আছেন কি না। যদিও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, বাড়ির ভিতরে আর কেউ আটকে নেই। তবে এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

কলকাতা শহরে অভিনব প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথমে নামী প্লাইউড সংস্থার মালিকের নাম করে ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য চাওয়া। পরে সেই সংস্থার লোগোর ছবি হোয়াটসঅ্যাপের ডিপি হিসেবে ব্যবহার করে সেই টাকা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছিল প্রতারকরা। পার্ক স্ট্রিট থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অবশেষে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৪ মার্চ পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অঙ্কিত ভাটিয়া। পুলিশকে তিনি জানান, নামী এক প্লাইউড সংস্থার মালিক সেজে কলকাতার বাসিন্দা ড. আর কে আগরওয়ালকে ফোন করে এক প্রতারক। ফোনে ৫০ লক্ষ টাকার জোগার করতে অনুরোধ করেন। ড. আর কে আগরওয়াল আবার অভিযোগকারীর বাবা বিজয় কুমার ভাটিয়াকে ফোন করে নগদের বন্দোবস্ত করতে বলেন। তিনি টাকা জোগার করে প্লাইউড সংস্থার মালিকের প্রতিনিধি সেজে আসা দুই প্রতারকের হাতে সেই টাকাও তুলে দেন। প্রতারকরা হোয়াটসঅ্যাপের ডিপি হিসেবে সংস্থার লোগোর ছবি ব্যবহার করছিল ওই দুই প্রতারক। ওই ডিপি-কে পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল তারা। বিষয়টি জানাজানি হতেই পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে হানা দেয় পুলিশ। ১৩ তারিখ মহারাষ্ট্র থেকে ওয়াকব মহম্মদ জাভেদ চান্ডিওয়ালা এবং রিয়াজ রাজি সঈদকে গ্রেপ্তার হয়। যোগীরাজ্য থেকে সমীরা হারদো পাত্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। যাতে ৫০ লক্ষ টাকা আনা হয়েছিল। একটি ব্যাগপ্যাক, প্রতারণার সময় ওয়াকব এবং রিয়াজের পোশাক, তিনটি মোবাইল, পাঁচটি প্রি অ্যাকটিভ সিমকার্ড উদ্ধার হয়। ১৪ তারিখ ফুলবাগানের পবন সাউকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও তিনটি সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়। পরে হেয়ার স্ট্রিট থানা চত্বর থেকে গতকাল মহেন্দ্র পাল সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে নগদ ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৪০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এর পাশাপাশি একটি আধার কার্ড, দুটি চেকবুক এবং একটি টাকা গোনার মেশির উদ্ধার হয়। চক্রের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়ায় গতি আনতে কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করে পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এবং ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়ায় গতি আনতে রাজ্য সরকার বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য ও জেলা স্তরে এই কমিটি গঠন করা হবে। পূর্ত, স্বাস্থ্য, পরিবহন, পুলিশের আধিকারিক এবং বিমা সংস্থার প্রতিনিধিরা কমিটিতে থাকবেন। প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে একই রকমের কমিটি তৈরি করা হবে। কলকাতা পুর এলাকায় কে এমডি এর একজন সদস্যকে কমিটিতে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরের শুরু থেকেই এই কমিটি কাজ করা শুরু করবে বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।প্রতি মাসে নিয়ম করে এই কমিটিগুলি বৈঠকে বসবে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ে বজায় রেখে পথ দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহতদের পরিবারকে যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হবে এই কমিটি। বৈঠক করে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়াই নয়, কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে দেখবে এই কমিটি। দুর্ঘটনাটি ঠিক কী ভাবে ঘটেছিল, দুর্ঘটনার জন্য কে দায়ী; সেই বিষয়টিগুলিও এই কমিটির আতশকাচের তলায় থাকবে। পূর্ণাঙ্গ কারণ খতিয়ে দেখার পরেই ক্ষতিপূরণের বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে 'হিট অ্যান্ড রান' কমিটি। সাধারণত আহতদের ৫০ হাজার এবং নিহতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে গুরুতর আহতদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো যায় কি না, সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। 'হিট অ্যান্ড রান' কমিটিও ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে নিজেদের স্বাধীন মতামত দিতে পারবে।

আইইএম-ইউইএম গ্রুপের মহোৎসব ইনোভেশিয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইউইএম), ভারতের অন্যতম বৃহৎ টেকনো- ম্যানেজমেন্ট ফেস্টিভ্যাল 'ইনোভেশিয়ান ২০২৫' আয়োজিত হল । স্মার্ট সোসাইটি, ইউএসএ এবং রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক সিলিকন ভ্যালি-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক ইভেন্টে বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবক, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদরা অংশ নেন। এই বছর আইআইটি, এনআইটি, জেইউ, আইআইইএসটি-এর মতো ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রোমানিয়া, পর্তুগাল, রাশিয়া, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নেয়। ১৫০টিরও বেশি অভিনব প্রকল্প ও ১০০টিরও বেশি টেকনিক্যাল পোস্টার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আইইএম-ইউইএম উদ্ভাবন, গবেষণা এবং শিল্প সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

৩৫০০ কোটি টাকায় সাউথ সিটি মল বিক্রির পথে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার অন্যতম প্রধান শপিং হাব সাউথ সিটি মল মালিকানা বদলের দ্বারপ্রান্তে। সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংস্থা ব্ল্যাকস্টোন প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকার বিনিময়ে দক্ষিণ কলকাতার এই বিলাসবহুল মল অধিগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত আলোচনায় পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে এটি হবে কলকাতার বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক।

২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করা সাউথ সিটি মল দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় শপিং গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত। ১২.৫ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই মল, যেখানে ১৫০-র বেশি দেশি ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের আউটলেট রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৩০-৪০ হাজার ক্রেতা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এক লক্ষেরও বেশি মানুষের সমাগম ঘটে এখানে।

বর্তমানে ইমামি, মার্লিন, পার্ক চেম্বারস, শ্রাচী এবং খেতাবাদ-বাচাওয়াত গোষ্ঠীর মালিকানাধীন মলটির বিক্রয় নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে দুই পক্ষ। আর্থিক ও আইনি পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। বিশ্বের নানা দেশে বিনিয়োগকারী ব্ল্যাকস্টোন ভারতের বাজারে আগেই বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। তবে কলকাতার বাজারে তাদের এটাই হতে চলেছে প্রথম বড় উদ্যোগ। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাউথ সিটি মলের লাভজনক অবস্থান ও উচ্চ ব্যবসায়িক সম্ভাবনাই তাদের এই সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। মলটি বছরে প্রায় ১৮০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন করে থাকে এবং বিশাল আকারের পার্কিং সুবিধাও রয়েছে, যা একসঙ্গে ১,২৫০টি গাড়ি ধারণ করতে সক্ষম।

রিয়েল এস্টেট বিশ্লেষকদের মতে, ব্ল্যাকস্টোনের এই বিনিয়োগ শহরের বাণিজ্যিক পরিবেশে একটি বড় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। একইসঙ্গে, কলকাতার খুচরা বাজারেও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আরও আগ্রহ তৈরি হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। মলটির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনায় কোনও পরিবর্তন আসবে কি না, সেই দিকেও নজর থাকবে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ডেভেলপারদের সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা হলেও, তারা এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মাস দুয়েকের মধ্যেই চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে।

প্রবল তাপপ্রবাহের মাঝে স্বস্তির বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তীব্র গরমের মাঝেই একপশলা স্বস্তির বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলায়। তাও আবার আকাশ থেকে পড়ল শিল! ছোট-বড়-মাঝারি মাপের বরফের চাঁইয়ে ঢেকে গেল পথঘাট। রবিবার বিকেলে এমনই দৃশ্য দেখা গেল বাঁকুড়া ও হুগলিতে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়া থেকেই ধীরে ধীরে বাড়ছিল দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। তার উপরে রবিবার থেকে তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে বাঁকুড়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায়। শনিবার বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলে। রবিবারও সকাল থেকে তীব্র গরমে নাজেহাল হচ্ছিলেন বাঁকুড়াবাসী। সেই আবহেই বিকেলের দিকে জেলার বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিতে কিছুটা হলেও কমল গরম। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ আচমকাই কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ।

পুর আইন মেনে পানিহাটি পুরসভায় পদত্যাগপত্র জমা দিতে চলেছেন মলয় রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুর আইন মেনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে সোমবার পানিহাটি পুরসভায় পদত্যাগপত্র জমা দিতে চলেছেন পুরপ্রধান মলয় রায়। প্রসঙ্গত, গত ১১ মার্চ পানিহাটির পুরপ্রধান মলয় রায়কে ফোন করে পতদ্যাগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ওইদিন রাতেই ফিরহাদের চেতলার বাড়িতে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন মলয় রায়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তা গ্ হণ করার এক্তিয়ার নেই পুরমন্ত্রীর। পরদিন অর্থাৎ ১২ মার্চ দু'জন প্রতিনিধি মারফত মহকুমা শাসকের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। অবশেষে সোমবার পুরসভায় গিয়ে নিজের রবিবার বিকেলে পানিহাটির অমরাবতীতে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পুরপ্রধান মলয় রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই তিনি পদত্যাগ করছেন। পৌর আইন অনুযায়ী, বোর্ড মিটিং ডেকে সেটা পাশ করাতে হয়। সেইমতো সোমবার তিনি বোর্ড মিটিং ডেকেছেন, যাতে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। গ্রহণ করার জন্য। এদিন তিনি সাফ জানিয়ে দেন, আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী দলের কাজ করার জন্য যা দায়িত্ব দেবেন, তিনি সেই দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। তাঁর বক্তব্য, যিনি পুরপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত হবেন, সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তাঁকে তিনি সহযোগিতা করবেন।

পদত্যাগপত্র জমা দিতে চলেছেন মলয় রায়।

বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জমিতে পাঁচিল দিতে 'বাধা' ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন খড়দা: পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম সংলগ্ন একটি জমিতে পাঁচিল দেওয়ার কাজ চলছিল। অভিযোগ, শনিবার কাজ চলাকালীন স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এসে নির্মাণ কর্মীদের কাজ বন্ধ রাখতে বলে। পাঁচিল তৈরির কাজে যুক্ত নির্মাণ কর্মীদের মারধোর করার পাশাপাশি তৈরি হওয়া পাঁচিলের একাংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্মাণ কর্মীদের আরও অভিযোগ, আগত ক্লাবের সদস্যরা হুমকি দিয়ে বলেছে, ঠিকাদারকে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। অন্যথায় কাজ বন্ধ থাকবে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রহড়া থানার পুলিশ। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর চিন্ময় দাস বলেন, তিনি পুলিশকে তদন্ত করতে বলেছেন এবং ঘটনায় জড়িতরা যাতে শাস্তি পায়, সেটাও তিনি বলেছেন।

পুরসভাগুলিতে কর্মী নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম বরদাস্ত নয়: রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের পুরসভাগুলিতে কর্মী নিয়োগ নিয়ে কোনো অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না বলে কঠোর বার্তা দিল রাজ্য সরকার। কোনওভাবেই ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনকে বাদ দিয়ে নিয়োগ করা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিন কয়েক আগে বাম আমলে পুরসভাগুলিতে নিয়ম বহির্ভূত নিয়োগ নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানান, একাধিক পুরসভা নিজেদের ইচ্ছা মতো কর্মী নিয়োগ করেছে। যা পরে রাজ্য সরকারের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট একটি রায়ে জানিয়ে দেয়, বামফ্রন্ট সরকারের সম রাজ্যের পুরসভাগুলিতে নিয়োগ হওয়া চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশ পেনশন,সহ অবসরকালীন ভাতা পাওয়ার যোগ্য নন। কারণ, ওই নিয়োগে পুরবোর্ডের অনুমোদন থাকলেও রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছিল না। সেদিনই পুরসভায় কর্মী নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উষ্মাপ্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর পুরসভাগুলির সঙ্গে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে। তারপর ৩ মার্চ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে পুরদফতরের পক্ষ থেকে। তাতে বলা হয়েছে, পুরসভায় কর্মী নিয়োগের সমগ্র প্রক্রিয়ার দায়িত্ব থাকবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের। সেসব জায়গায় কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন থাকলে পুরসভা গুলিকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনের কাছেই আবেদন করতে হবে।

ফুরফুরায় মমতার উপস্থিতি ধর্মীয় সৌজন্য নাকি সংখ্যালঘু ভোটের নির্বাচনী কৌশল?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে আরও দৃঢ় শিকড় গাঁথতেই কি এবার ফুরফুরা শরিফ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? সোমবার ফুরফুরার পীরজাদাদের সঙ্গে বৈঠক এবং সরকারি ইফতার মজলিসে অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি নিছক ধর্মীয় সৌজন্যের সফর নয়, বরং এর নেপথ্যে রয়েছে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক বার্তা।

ফুরফুরা শরিফে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। সূত্রের খবর, ফুরফুরার উন্নয়ন প্রকল্প, বরাদ্দ সরকারি তহবিলের সঠিক ব্যবহার এবং সাম্প্রতিক প্রশাসনিক নানা অভিযোগ নিয়ে পীরজাদাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখযোগ্য, কিছুদিন আগেই আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক হয়েছে। সেখানে বিধায়কের তরফে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে তহবিল ব্যবহারের স্বচ্ছতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সেই আলোচনার রেশ ফুরফুরার বৈঠকেও পড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ফিরহাদ হাকিমের উপর ফুরফুরা অঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্ব থাকলেও, একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর সেই সব বিষয় পর্যালোচনার বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে, ফুরফুরা সফর শুধুই ধর্মীয় আঙ্গিকে নয়, ২০২৬-এর বড় লড়াইয়ের আগে সংখ্যালঘু সমর্থন ধরে রাখার কৌশল হিসেবেও দেখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। এখন নজর থাকবে, সোমবারের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন।

সম্পাদকীয়

প্রাক্-দোলের সন্ধেতে বুড়ির-ঘর পোড়ানো এখন শুধুই স্মৃতি

কাঠের শুকনো পাতা, ডাল, কাঠের টুকরো জড়ো করে প্রাক্-দোলের সন্ধেতে বুড়ির-ঘর পোড়ানো এখন শুধুই স্মৃতি। বিটনুন দিয়ে আলুপোড়া খেতে গেলে বাড়ির অনুমতি মিলবে না। হয়তো গাঁয়ে-গঞ্জে এখনও নেড়াপোড়া হয়। এও এক ঐতিহ্য বটে। নেড়াপোড়া বা বুড়ির ঘর পোড়ানোর অর্থ অশুভের বিনাশ। কথিত আছে, প্রহ্লাদ ও মানব জাতি বাধ্যবাধকতা ও ভয় থেকে মুক্তি পায়। নৃসিংহ অবতারের দ্বারা হিরণ্যকশিপু বধের কাহিনি অশুভর উপর শুভর জয়কে নির্দেশ করে। হোলিকা-দহন এই ঘটনারই সূত্র। প্রকৃতি কেমন করে শিমুল, পলাশের রঙে সাজিয়ে নেয় নিজেকে, এই দোলের সময়। 'নীল দিগন্ত'-এ ফুলের আগুন লাগে। 'দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপর পৃথিবীর যে সমস্ত তাগিদ ছিল, আজও ঠিক সেই-সব তাগিদই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কী বাহাদুরী আছে। মন মস্ত লোক, সে কী না পারে। সে দক্ষিনে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্ হন্ করিয়া বড়বাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে? তাহাতে দক্ষিনে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?' ('বসন্তযাপন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। ক্ষতিটা আমাদের। ক্ষতিটা সকলের। কত গান, কবিতা, গীতি আলেখ্য দিয়ে বসন্তোৎসব হয়। 'ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল' গেয়ে পাড়া পরিক্রমা হয়।

শব্দবাণ-২২১

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পবিত্র আনন্দযুক্ত ৩. আঘাত করে অচেতন করা ৬. সরোবর ৭. ভ্রম বা ত্রুটি দূর করা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শাসনসংক্রান্ত ২. বিমানে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকারিণী মহিলা কর্মী ৪. সদাচারী ৫ — কুটীর।

সমাধান: শব্দবাণ-২২০

পাশাপাশি: ১. মুনাফা ২. খরচা ৫. নিষণ্ণ ৮. কদগ্নি ৯. সেবন।

উপর-নীচ: ১. মুদ্দই ৩. চামরী ৪. বিষয় ৬. টনিক ৭. রঙিন।

জন্মদিন

আজকের দিন

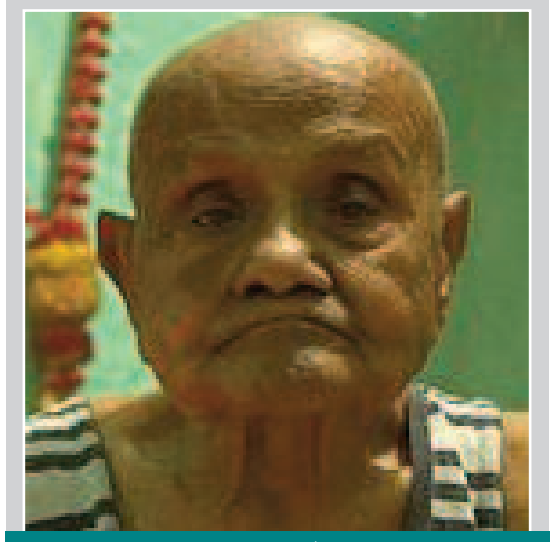

মনোহর আইচ

১৯১২ বিশিষ্ট ব্যায়চামবীর মনোহর আইচের জন্মদিন।
১৯৬২ বিশিষ্ট ভারতীয় নভশ্চর কল্পনা চাওলার জন্মদিন।
১৯৯০ বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহয়ালের জন্মদিন।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন আজও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে ভাষা জুগিয়ে চলেছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনের দৃষ্টান্তে জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি জনমানসে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল, তা তার অব্যবহিত পরিসরে নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পরের মাস তথা জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস টানা আন্দোলনের মধ্যেই প্রতীয়মান। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গ্রুফের কেমিক্যাল হাবের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তথা 'সেজ'-এর মাধ্যমে সরকারিভাবে দশ হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের বার্তারই বিরুদ্ধে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আবির্ভাব ছিল তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনমানসের তীব্র প্রতিবাদের ঐকতান। আর সেই প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করতে গিয়ে ২০০৭-এর ১৪ মার্চ যেভাবে চোদ্দোজন গ্রামবাসীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়, তা শুধু সেই আন্দোলনকে রক্তাক্ত ইতিহাসে সামিল করেনি, বরং সেই আগ্নেয় অস্ত্রে ঝলসানো আলোই জনমানসে প্রতিবাদী মশাল হয়ে ওঠে।

সরকারি উদ্যোগে শিল্পস্থাপন নিয়ে হুগলি জেলার সিঙ্গুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে কৃষি বনাম শিল্পের বুনিয়াদি চেতনায় যেভাবে জনমানসে তীব্র আন্দোলনের পরিসর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ করা যায়নি। বিশেষ করে যেখানে কৃষি থেকে শিল্পমুখী আধুনিক চেতনা আপনাতেই সক্রিয়তা লাভ করে, সেখানে শিল্পপ্রতিস্থাপনে সরকারি সক্রিয় উদ্যোগেও জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়াই শুধু নয়, তা প্রতিরোধে আপ্রাণপ্রয়াস তীব্র আন্দোলনে পরিণত হয়। বিশেষ করে উন্নয়নের নামে ভিটেছাড়া করার বার্তায় আত্মসংকটের তীব্রতা শুধু জনসাধারণ্যে সরকারবিরোধী মানসিকতাকে উচ্চকিত করেনি, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। তার ফলে তার পরিসর শুধুমাত্র আঞ্চলিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় তা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য জোর করে জনিঅধিগ্রহণের বিষয়টি সময়ান্তরে দ্রুতগতিতে সরকারে থাকার নির্ণায়ক শক্তির আধারে সক্রিয়তা লাভকরে। সেক্ষেত্রে জমি দিতে ইচ্ছুকের চেয়ে অনিচ্ছুকের পাল্লা ভারী না-হলেও বাইরের রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয়তায় সেই আন্দোলন মুখরতায় সারারাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, সরকারের পাশাপাশি শাসকদলের তৎপরতায় সেই আন্দোলনকে দমনপীড়নের নির্মম প্রয়াসে সেই আন্দোলন আরও গতিলাভ করে। এজন্য স্বল্পসময়ের মধ্যে সেই আন্দোলন রঙিন গণমাধ্যমের দৌলতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ থেকে সুধীজনের সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় করে তোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণমাধ্যমের সরাসরি সংযোগের বিষয়টি ইতিপূর্বের আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল না। সেক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সংবাদভাষ্য যেভাবে সরাসরি দূরদর্শনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে শুধু জনমত গড়ে তোলাই সহজসাধ্য হয়নি, সেইসঙ্গে সেই আন্দোলন নিয়ে জনমানসে অস্তিত্ব-সংকটের সোপানে পক্ষ- প্রতিপক্ষের অবস্থানজনিত পরিসরটিকেও নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। ২০০৬-এর ডিসেম্বরের সূচনায় টাটাকে গাড়ি শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় অনিচ্ছুক গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ ক্রমে প্রতিবাদের পথে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে অচিরেই সেই কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনকে দমনের জন্য আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম পাশবিকতা নেমে আসে। ১৮ ডিসেম্বর আন্দোলনে সামিল হওয়া কিশোরী তাপসী মালিক ধর্ষিত হয়ে রেহাই পায়নি, প্রমাণলোপাটে শিকারে জীবনদীপ নেভাতেও বাধ্য হয়। অবশ্য এই নৃশংস হত্যালীলাই অনিচ্ছুক কৃষিজীবীদের যেমন আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে, তেমনই জনসমর্থনের পরিসরকে বিস্তৃত করে।

অন্যদিকে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনের দৃষ্টান্তে জোর করে জমিঅধিগ্রহণের বিষয়টি জনমানসে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল, তা তার অব্যবহিত পরিসরে নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পরের মাস তথা জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস টানা আন্দোলনের মধ্যেই প্রতীয়মান। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গ্রুফের কেমিক্যাল হাবের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তথা 'সেজ'-এর মাধ্যমে সরকারিভাবে দশ হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের বার্তারই বিরুদ্ধে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আবির্ভাব ছিল তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনমানসের তীব্র প্রতিবাদের ঐকতান। আর সেই প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করতে গিয়ে ২০০৭-এর ১৪ মার্চ যেভাবে চোদ্দোজন গ্রামবাসীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়, তা শুধু সেই আন্দোলনকে রক্তাক্ত ইতিহাসে সামিল করেনি, বরং সেই আগ্নেয় অস্ত্রে ঝলসানো আলোই জনমানসে প্রতিবাদী মশাল হয়ে ওঠে। যার প্রতিফলন সমাজের প্রায় সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য তা শুধু প্রতিবাদী চেতনাতেই সীমায়িত থাকে না, তার বিপ্রতীপে জনমত গড়ে তোলার প্রয়াসও সক্রিয় হয়। সেক্ষেত্রে শাসকবিরোধী মানবিক অভিমুখে তীব্র সহানুভূতির জোয়ারে আঞ্চলিক পরিসরটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই জনমানসের বৃহত্তর চেতনালোকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী জনকণ্ঠের সঙ্গে একাত্মবোধে যেভাবে সংবেদনশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মানুষের জনসংযোগের আবহ রঙিন গণমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তাতে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার অচলায়তন অচিরেই ভেঙে যায়। সেদিক থেকে ইতিপূর্বের রাজনীতি সম্পৃক্ত আন্দোলনের সঙ্গে জমিঅধিগ্রহণজনিত আন্দোলনের প্রকৃতি আপনাতেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন দীর্ঘলালিত রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিই জনবিমুখ মানসপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্নের অবকাশে মূল্যবোধের মূলে আঘাত নেমে আসায় তা থেকে বেরিয়ে আসার সদিচ্ছায় সংবেদনশীল জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তারফলে অস্তিত্বের শিকড়ে টান লাগায় আত্মসমীক্ষার অবকাশে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের সত্রিন্য পরিসরটি রাজনীতি অপেক্ষা মানবিক অভিমুখে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। সেখানে পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা মানবিক সাপেক্ষই প্রাধান্য লাভ করায় তার রাজনৈতিক মেরুকরণ অপেক্ষা জনগণের স্বাধিকারের প্রশ্নটিই জনমানসে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে শাসকবিরোধী অবস্থানে শুধু বিরোধী দলই নয়, শাসকদলের আদর্শপুষ্ট সমর্থকের সরে আসার বিষয়টিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। নন্দীগ্রামের ১৪ মার্চের গণহত্যায় বিশ্বাস ও ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মাঝে যেভাবে ফাটল ধরিয়ে সেই আদর্শবোধে আঘাত হেনেছে, তাতে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষণ আন্দোলনের অভিমুখটি মানবতা সুরক্ষার বিপ্লবের দিকে ধাবিত হয়। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অবস্থান থেকে সংগঠিত আন্দোলনই সময়ান্তরে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গণআন্দোলনের রূপ লাভ করে, তা শুধু অভাবিতই নয়, অভিনবও বটে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ আন্দোলনমুখর পরিসরে বাংলা ছোটগল্পের সাময়িক অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা ছোটগল্পের ইতিহাসে তার পরিচয় বারেবারেই ফিরে এসেছে। এখানে বরং আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। বাংলার সঙ্গে কবিতার যোগ নিবিড়, ছোটগল্পের সংযোগ তত নয় বলে একটা ধারণা অনেক দিন থেকেই সচল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে বুদ্ধদেব বসুর প্রকট অভিমতেই তা প্রতীয়মান। শেষের জন তো তাঁর 'ছোটগল্পের কথা' প্রবন্ধে বলেই দিয়েছেন, 'বাঙলাদেশ ছোটগল্পের দেশ নয়, ইহা কবিতার দেশ।' শুধু তাই নয়, কবির সংখ্যাবৃদ্ধিতে বুদ্ধদের বসুর অনুসিদ্ধান্ত, 'ইহাতেই বুঝা যায় যে, ছোটগল্প জিনিষটি বাংলার মাটিতে ভালো ফলে না।' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'কল্লোল'-এর ১৩৩৪-এর ভাদ্র সংখ্যায়। ফলে সময়ান্তরে ভাবুক বাঙালি কবিপ্রকৃতির মধ্যেও বাংলা ছোটগল্পের সজীবতা বর্তমান তা তার ফলনের প্রাচুর্যে ও তার গুণমানের উৎকর্ষেই প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ধারায় ছোটগল্পের বনেদিয়ানা অগ্রসরমান। সেখানে কবিতার পাশে গল্পের সহাবস্থান অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কবিতার আধারের গল্পবীজও শাখা-প্রশাখা মেলেধরেছে। সময়ের সংযোগে তার স্বভাবিক অধিকার ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে সময়ের জনকণ্ঠকে ধারণ করে সময়ের দাবিতে তার সক্রিয় উপস্থিতি সময়ান্তরে আরও সরবতা লাভ করে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের প্রেক্ষিত লেখা গল্পগুলিতে তার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। গণমাধ্যমের দৌলতে জনমানসে তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার আঁচের আগুনে শুধু উত্তাপ নয়, মাঝে মাঝে আলোও নিষ্কাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটগল্পও জনসংযোগে গণমাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কবিতার পাশে গল্পের আবেদনও মুখর মনে হয়। অন্যদিকে আন্দোলনের অভিঘাত এতটাই তীব্রতা লাভ করেছিল যে তার অব্যবহিত পরিসরেই তা সংবেদনশীল কবি-সাহিত্যকদের সক্রিয় করে তোলে। ১৪ মার্চের নৃশংস হত্যালীলার পর প্রতিবাদের অভিব্যক্তি নানাভাবে সংবাদপত্রে সংবাদের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য সিঙ্গুরের আন্দোলন দানা বাঁধার পূর্বেই মহাশ্বেতা দেবীর মতো কথাসাহিত্যিকের প্রতিবাদী কলাম 'দৈনিক স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত হয়েছে। কবীর সুমনের কবিতাও তাতে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে জয় গোস্বামীর কবিতা তো জনমানসে সাড়া জাগিয়ে তোলে। আন্দোলনের প্রভাব জনমানসকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার পরিচয় সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান। ২০০৬-এর ডিসেম্বরে সিঙ্গুর আন্দোলনের অব্যহিত পরিসরেই ২০০৭-এর জানুয়ারিতে গৌতম সরকার সম্পাদিত 'এখন বিসংবাদ'-এ প্রকাশিত কবিতা ও গদ্যের সংকলন 'ভূমিরাক্ষস এবং রাজকুমার' গ্রন্থটি লক্ষ্যের কথাও প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছে, 'কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপক সাহিত্য সংকলন'। এই সংকলনে গদ্যাংশে তিনটি গল্পও রয়েছে। অবশ্য সেগুলিতে উচ্ছেদের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সরাসরি সিঙ্গুরে কীভাবে জোর করে জমিঅধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলেছে তার পরিচয়ের পাশাপাশি বাইরের প্রতিবাদী মানুষের সাহচর্যে কীভাবে প্রতিরোধী গ্রামবাসীদের ভূমিকা সক্রিয়তা লাভ করেছে, তার কথাও উঠে এসেছে। শর্মিলা ঘোষের 'হেই সামালো', সৌমেন্দ্র গোস্বামীর 'বপন'ও বিষ্ণু বিশ্বাসের 'ছোট বকুলপুরের পরের স্টেশন' গল্পত্রয়ের মধ্য তার পরিচয় বর্তমান। অন্যদিকে ২০০৭-এর ১৪ মার্চে নৃশংস প্রাণহানির পর তার প্রতিবাদের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলার লড়াই বাংলা সাহিত্যের বহু শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সেই ধারা আজও বহমান। কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন থেকে শিল্প বনাম কৃষির দ্বৈরথে জনমানসে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক প্রতিবাদী আন্দোলন আজও যেমন বিতর্কিত, তেমনই সমান প্রাসঙ্গিক ও বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। যেখানেই জমি দখলের বিরোধিতা উঠে আসে,সেখানেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে কথা মুখে মুখে ফেরে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন চলমান ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপকগ, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যের দুর্দশা

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি কিছুদিন আগেই বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কিন্তু সদ্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারের তালিকায় মোট ২৩টি ভাষার সাহিত্যিক স্থান অধিকার করতে পারলেও তাতে নেই কোনও বাংলা ভাষার সাহিত্যিক, বিষয়টি সত্যিই হতাশাজনক। এর আগে ১৯৬০, ১৯৬৮ এবং ১৯৭৩ সালে বাংলা থেকে এই পুরস্কার কেউ পাননি, দীর্ঘ ৫২ বছর পরে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সাহিত্যিক মহলে।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার সাহিত্য উৎকর্ষের গুণগত মান পরিমাপের জন্য সাহিত্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করে যা একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত এবং ১৯৫৫ সাল থেকে মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার বিতরণীর ও মাধ্যমে দেশের উজ্জ্বলতম সাহিত্যিক প্রতিভাদের স্বীকৃতি প্রদান করে আসছে। এই মঞ্চ থেকে প্রাপ্ত সম্মান কেবল ব্যতিক্রমী লেখকদের তাদের অবদানের জন্য সম্মানিত করে না বরং তাদের নির্বাচিত ভাষা এবং ধারায় সৃষ্টি চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে- সম্ভবত সেই মানদণ্ডে সম্প্রতি এই পুরস্কার হাতছাড়া হয়েছে বাংলার।

এই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও বাস্তবে একথা সত্যি যে বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। মুক্তমনা লেখার প্রসার কমেছে, সাহিত্যচর্চা হয়ে উঠেছে শুধুই বিনোদনের মাধ্যম, বৌদ্ধিক প্রসারের মাধ্যম থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। আজকাল বিভিন্ন বিশিষ্ট মাধ্যমে গল্পপাঠের আসর সম্প্রচারিত হয়, ব্যাকগ্রাউন্ড আবহ সঙ্গীতের রমরমায় তাতে দর্শকসংখ্যা বাড়ে কিন্তু লেখাগুলো সেই বিশিষ্ট পুরাতন সাহিত্যিক ও লেখকদের অর্থাৎ পুরাতন জিনিসকে নতুন মোড়কে ভরে ব্যবসায়িক প্রসার চলছে মাত্র। এছাড়া নতুন প্রজন্মের অনেক লেখকের নিজস্ব চ্যানেল আছে, সেখানে তাঁরা নিজেদের লেখার সাথে নিজেদের পরিসরের পরিচিত লেখকদের লেখালেখি একইভাবে পাঠ করেন কিন্তু তাতে ভিন্নতার স্বাদ নেই, বিষয়টা বড্ড গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। আবার কেউ কেউ গবেষণামূলক বা বিবরণীমূলক কিছু বিষয়কে গল্পের সাথে জুড়ে দিয়ে তাতে পাণ্ডিত্য জাহির করলেও সেখানে তাঁর নিজস্ব মৌলিকতা নিরুদ্দেশই থাকে। শব্দ সাজিয়ে সাহিত্যে অনুভূতির শোভা বৃদ্ধি করা যায় সেই খেয়ালের চেয়ে একঘেঁয়ে অনুভূতিতেই মনোনিবেশ করা পছন্দশীল লেখকদের কলমে নতুনত্বের সন্ধান অমিল হয়ে পড়ছে। আবার এঁদেরই লেখা বইমেলায় প্রকাশিত হয়, পাঠকেরা ভিড় জমায়, সেলফি তোলে। মূলতঃ এইসকল লেখকদের সাথে বিভিন্ন সংবাদপত্র, প্রকাশনী বিভাগ ইত্যাদি মাধ্যমে পরিচিতির সুবাদে প্রাধান্য পান আর তাতেই মনে হয় বাংলা সাহিত্য উৎকর্ষতা লাভ করেছে!

অথচ নতুন প্রজন্মের অনেক ভালো ভালো লেখক আছেন যাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশ উর্বর মানের লেখালেখি করলেও কোনোখানেই অগ্রাধিকার পান না শুধুমাত্র পরিচিতির অভাবে। একইসাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভার্চুয়াল পাঠকসংখ্যা দিয়ে লেখকের মান যাচাই করা হয় সেখানেও অনেকাংশে পিছিয়ে পড়েন তাঁরা। এই সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয়। স্বাভাবিকভাবেই এই লেখকদের মনে হতাশা আসে এবং একসময়ে তাঁরা সাহিত্য চর্চা নিজেদের মধ্যেই সীমিত করে ফেলেন, আস্তে আস্তে তাঁদের বিমুখ হয়ে পড়ার ফলে গতানুগতিক অদূরপ্রসারী সাহিত্যচর্চা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলার জন্য।

সময় বদলেছে, শুধুমাত্র পুরাতন বিশিষ্ট লেখকদের নাম ভাঙ্গিয়ে বা সেই ধাঁচে লিখে অবান্তর কিছু অনুভূতি তাতে মিশিয়ে সাহিত্য চর্চা করে গেলে এককথায় সেখানে মৌলিকত্ব হারিয়ে যাচ্ছে যা সাহিত্য আকাদেমির গুণগত মান যাচাইয়ের মূল ভাবনা থেকে থেকে সরে আসছে। বাংলা শব্দসম্ভারকে মৌলিকত্বের পথ দেখিয়ে বাস্তব আর কল্পনার সাথে জুড়ে সাহিত্যের অবরুদ্ধ বিস্তারকে প্রসারিত করতে জানতে হবে। পুরাতন যা কিছু তাকে অনুকরণ বা ব্যবসায়ী পণ্যজাত করার চেয়ে তাকে আধুনিকতার সাথে মেলবন্ধন করাতে হবে কারণ রাশি খানেক বই পড়া মানেই সাহিত্যের অগ্রসরতায় ভূমিকা রাখা বোঝায় না যে সংখ্যাটা আজকাল সর্বত্র বহুল পরিমাণে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ দেখনদারি স্বভাবটা অতিকায় হয়ে উঠেছে।

ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যিক নেই বলাটা ভুল হবে, বরং আত্মপ্রচারের অভাবে তাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন আর সেখানেই আসল প্রতিভা মৃতপ্রায় হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের দুর্দশাকে সাহিত্য আকাদেমির মঞ্চ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যাকে রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বরং সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিবেচনা করা শ্রেয় হবে, এতে সাহিত্য চর্চা ও প্রকাশের সর্বত্রক্ষেত্রে আত্মশ্লাঘা আত্মবিশ্লেষণে রূপ নেবে এবং উন্মুক্ত হবে বাংলা সাহিত্যের নতুন সম্ভার।।

ধনেখালিতে কালভার্ট সংস্কারের সময়ে দুর্ঘটনা, ভাঙা সিমেন্টের স্ল্যাবের নীচ থেকে উদ্ধার দুই শ্রমিকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধনেখালি: রবিবার দুর্ঘটনা ঘটেছে হুগলির ধনেখালির তেলের পাড় গ্রামে। মৃতদের নাম শ্যামাপদ বারুই এবং প্রতাপ জানা। কালভার্ট সংস্কারের সময়ে দুর্ঘটনা। মোটা সিমেন্টের চাঙড়ের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল দু'জন শ্রমিকের। শ্যামাপদর বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের কৃষ্ণরামপুরে। প্রতাপের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ধনেখালি থানার পুলিশ। সিমেন্টের স্ল্যাবের নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে শ্রমিকদের দেহ এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, কোনও সুরক্ষা না নিয়েই ওই শ্রমিকরা কালভার্ট সংস্কারের কাজ করছিল। সে ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ডিভিসি ক্যানেলের ওপর একটি কালভার্ট সংস্কারের কাজ করছিলেন ১০ জন শ্রমিক। ভেঙে পড়া চাঁইয়ের নীচে চাপা পড়ে যান দু'জন শ্রমিক। সেই কাজ চলাকালীন একটি সিমেন্টের স্ল্যাব কাটাতে গিয়ে আস্ত একটি চাঁই ভেঙে পড়ে। স্থানীয়রাই প্রথমে তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সিমেন্টের চাঁই ভাঙতে গেলে বিপদ বাড়তে পারে, এই আশঙ্কা করেন তাঁরা। এরপর খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ এসে ক্রেন দিয়ে ওই স্ল্যাব সরিয়ে দেয়। নীচে চাপা পড়ে থাকা শ্যামাপদ এবং প্রতাপকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

Pursuant to Section 13 of the Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, Atfin Services Private Limited hereby gives notice that it proposes to change its registered office from C/O-CHHAYA SUR, 15/1/C/H/12/7 BIPLABI BARIN GHOSH SARANI Kolkata West Bengal India 700067 to 211, Okhla Industrial Estate phase-III, Okhla, Industrial Estate Phase-3, Delhi, 110020. This change is in accordance with a special resolution passed at the Annual General Meeting held on 5th March 2025.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা
১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১। শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, ১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১ -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৭.১২.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মেসার্স এস.জি.মোটরস স্বত্বাধিকারী-অর্কপ্রভ গোস্বামী,** বাগডহার, জিয়াগঞ্জ, (রেল গেটের কাছে) মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), পিন-৭৪২১২৩ থেকে -কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **২৩,৩৫,৬১৮.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শো আঠারো টাকা মাত্র) ২৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি** ২৭.১২.২০২৪ থেকে কার্যকর ভবিষ্যত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **১২ ই মার্চ, ২০২৫** তারিখে রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৩,৩৫,৬১৮.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শো আঠারো টাকা মাত্র)** ২৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি ২৭.১২.২০২৪ থেকে কার্যকর ভবিষ্যত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ চার্জ ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তিটি শ্রীমতী ইন্দ্রাণী গোস্বামীর নামে আছে। বই নং-১, খণ্ড নং-২৯, পৃষ্ঠা ১৩৫ থেকে ১৪২ দলিল নং-আই- ০১৪৯৫ সাল ২০০৬।
বিল্ড এরিয়া বেসমেন্ট ১১৮৩.২৫ বর্গফুট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর ১৫৮৮.২৫ বর্গফুট সহ ৪.৯৫ ডেসিমেল/০.০৪৯৫ একর পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সমস্ত যার খতিয়ান নং এল.আর. -৪৪৬ এবং আর.এস. ২৬৫ এর অধীনে, প্লট নং এল.আর. -২৯ এবং আর.এস.-৪৩/৩২৯, জে.এল. -২৭ মৌজা বগধরে এর অধীনে, পোস্ট ও থানা জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১২৩, ভদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে।

তারিখ: ১২.০৩.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

ভুয়ো জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট বানানোর দায়ে উখড়া থেকে গ্রেপ্তার এক ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্যের শিশু পুত্রকে নিজের শিশু পুত্র দাবি করে জন্ম সার্টিফিকেটে করাতে এসে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হন নদিয়া জেলার বাসিন্দা কিশোর বালা ও পর্ণ বালা নামে এক দম্পতি। দেড় বছরের শিশু পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটের জন্য তারা আবেদন করেছিলেন অন্ডাল বিডিও অফিসে। কিন্তু নথি দেখে সন্দেহ হয় আধিকারিকের। বিষয়টি অন্ডালের বিডিও দেবাঞ্জন দত্ত জানান অন্ডাল থানার পুলিশকে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে ওই দম্পতি আসলে নকল বাবা মা। শিশু পুত্রটি তাদের নিজের নয়। এরপরই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তারা রয়েছে পুলিশি হেপাজতে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনায় সুভাষ মণ্ডল নামে আরও একজনের জড়িত থাকার কথা। শুক্রবার অভিযুক্ত সুভাষ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার পেশ করা হয় মহকুমা আদালতের বিচারকের এজলাসে। বিচারকের নির্দেশে জেল হেপাজত হয় অভিযুক্তের।

জানা যায় ধৃত সুভাষ মণ্ডলের বাড়ি খান্দরা পঞ্চায়েতের বিশ্বেশ্বরী এলাকায়। ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মূল গেটের বাঁ হাতে রয়েছে তার একটি দোকান (মণ্ডল ভ্যারাইটিস স্টোর)। স্থানীয় এলাকায় খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, ধৃত সুভাষ মণ্ডল ওই দোকানে বসেই দীর্ঘদিন ধরে জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট তৈরির কাজও করে। এই কাজের সূত্রই ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত দপ্তরে তার অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। মোটা টাকার বিনিময়ে অভিযুক্ত জন্ম, মৃত্যুর সার্টিফিকেট বানিয়ে দেয়। সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথির ব্যবস্থাও সে করে দেয় বলে অভিযোগ। রবিবার বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করতে বিশ্বেশ্বরীতে গিয়ে দেখা যায় অভিযুক্তদের বাড়ি ও দোকান তালা বন্ধ রয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভুয়ো নথি জোগাড় করে জন্ম, মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরির কাজে আর কারা কারা জড়িত তা জানা যাবে বলে তদন্তকারীদের ধারণা।

ফর্ম নং-১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রিকভারি অফিসারের অফিস-১/২
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা
(ডিআরটি-৩)
৯ম তল, "জীবন সুধা বিল্ডিং", ৪২সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট,১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
আরসি/৫৯৮/২০১৯
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
রানু চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) রানু চ্যাটার্জী
স্বামী- শ্রী বিজয় চ্যাটার্জী, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং সি, জে২২৪ পাহাড়পুর রোড, কলকাতা- ৭০০০২৪
(সিডি ২) শ্রী বিজয় চ্যাটার্জী পিতা- শ্রী দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী, সিন্ধুজা, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং সি, জে২২৪ পাহাড়পুর রোড, কলকাতা

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি-৩) **ওএ/৪৫৩/২০১৯** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **২৮১২৪৭৩ টাকা (আঠাশ লক্ষ বারো হাজার চারশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র)** এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক ১৮% হারে বার্ষিক সরল সুদ ২৪/০৬/২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **৩১০০০ টাকা (একত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. আপনাকে এতদ্বারা **১৭.০৪.২০২৫** তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।
৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-
(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।
আমার হস্তাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ২৫/১১/২০২৪ তারিখে।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস্ রিকভারী ট্রাইবুনাল-৩

জ্যোতি বসুকে প্রধান হতে দেননি তার দলের নেতারাই, মন্তব্য পিডিএস এর রাজ্য সম্পাদিকা অনুরাধা দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামাতে রবিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হল জনতান্ত্রিক সমাজবাদী দল পিডিএস এর বর্ধিত সভা। এদিন ওই সভা চেলিয়ামার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন পিডিএস এর রাজ্য সম্পাদিকা তথা মগরাহাট পশ্চিমের প্রাক্তন বিধায়ক অনুরাধা দেব। এছাড়াও উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর দুই সদস্য বাবলি সাহা ও নিরোধবরণ ওঝা, পুরুলিয়া জেলা সভাপতি মনবোধ বাগতি, জেলা সম্পাদক মলয় গোস্বামী, জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নীলকমল মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। সভায় রাজ্য সম্পাদিকা অনুরাধা দেব বলেন, সিপিএমের তীব্র তৃণমূলের প্রতি ঘৃণা। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএমকে হারিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। গণতন্ত্রে আজকে একজন আসবে কালকে চলে যাবে। কালকে নতুন আরেকজন আসবে। এটাই তো গণতন্ত্রের নিয়ম। সেটা সিপিএম মানতে পারছে না। ফলে তৃণমূল হঠাও। আর তৃণমূলকে হঠাতে গিয়ে বিজেপিকে বন্ধু হিসেবে ব্যবহার করা। বিজেপি যখন শক্তিশালী হবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হবে বামপন্থীরা। এটা সিপিএম বুঝতে পারছে না। ঘৃণার থেকে বিজেপিকে হাতিয়ার করে আগে রাম পরে বাম এই স্লোগানের ভিত্তিতে এগোতে চাইছে সিপিএম। আমরা ভেঙে গেলাম কখন, যখন সারা দেশের লোক বলল জ্যোতিবাবু প্রধান মন্ত্রী হোক, সেটা আপনারা জানেন? কিন্তু হতে দেননি দলেরই নেতা প্রকাশ করাত, বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস সূর্যকান্ত মিশ্র আর কত নাম বলব। তারপর থেকেই সিপিএম ক্ষমতা হারাতে শুরু করে।

নিখোঁজ থাকার ৪০ দিন পর ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নিখোঁজ থাকার প্রায় ৪০ দিন পর উদ্ধার মৃতদেহ। পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুরো বিষয়টি নিয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় পুলিশের তরফে। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ সরকার, গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম জাবুল হক (৫৫)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত গোকর্ণ এলাকায়। পেশায় তিনি ভিন রাজ্যের শ্রমিক সরবরাহকারী ছিলেন। অন্যদিকে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ফণী সরকার (৫২)। তার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার সান্দিয়া এলাকায়। তিনিও ভিন রাজ্যে শ্রমিক সরবরাহের কাজ করতেন। মূলত ব্যবসায়িক কারণেই বিবাদের জেরে ফণী সরকার জাবুল হককে খুন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছে বলেই জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১ ফেব্রুয়ারি ব্যবসায়িক কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন জাবুল হক। তারপর থেকে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। এরপরই হরিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবারের লোকেরা। লিখিত অভিযোগের পর উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার সান্দিয়া এলাকায় একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ।

এবিষয়ে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ সরকার জানান, 'আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের সান্দিয়া গ্রামে কোনও এক ব্যক্তি জাবুল হককে খুন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছে। সেই মতো পরবর্তীতে সান্দিয়া গ্রামে আমরা আমাদের একটি টিম পাঠাই। তদন্তে উঠে আসে ফণী সরকার নামে কোনও ব্যক্তি জাবুল হককে খুন করে তাঁর বাড়ির আশেপাশে পুকুরে পুঁতে রেখেছে। পরবর্তীতে ফণী সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি পুরো বিষয়টি স্বীকার করেন। এরপরই মৃতের পরিবারের লোক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে ফণী সরকারের বাড়ির পাশে একটি পুকুর থেকে ওই মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড
শাখার ঠিকানা: বর্ধমান
১ম ফ্লোর, আল আমিন ভবন, পারবিরহাটা, জিটি রোড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৩

ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত সোনার অকশন

যেহেতু, **সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাকে তার গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করেছিলেন। ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেজন্য ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী "**যেখানে যেমন আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" এবং "**রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি অনলাইনে অকশন পরিচালনা করবেন। ঋণগ্রহীতা **শ্রী অনিরুদ্ধ গাঙ্গুলির** অ্যাকাউন্ট নম্বর ০৭৭৪৬৫৩০০০০০১৮২৭ এর জন্য অকশনটি **https://egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে অনলাইনে **২০-০৩-২০২৫** তারিখে বেলা ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৩.০০ টা পর্যন্ত পরিচালিত হবে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **৬৩৫২৬৩২৫২৩** নম্বরে অকশন টাইগারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- ম্যানেজার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

তারকেশ্বরে আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: এক আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল হুগলির তারকেশ্বরে। আলু কিনে ফেরার পথে ঝামেলা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ (৬০)। তারকেশ্বরেরই রামচন্দ্রপুর এলাকায় তাঁর বাড়ি। শনিবার রাতে তারকেশ্বর থানার পাঁচগেছিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় ঘটনাস্থলে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ হুগলি গ্রামীণের একাধিক থানার আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা অকুস্থলে যান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে পাঁচগেছিয়ায় গিয়েছিলেন রাখাল ও তাঁর ছেলে। গাড়ির জায়গা ছাড়াকে কেন্দ্র করে কয়েক জনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। সেখানে চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনে ভ্যানে করে পিয়াসারা নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

অভিযোগ, এর পরই লোহার রড দিয়ে রাখালের মাথায় আঘাত করা হয়। উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ দিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা। রাখালের ছেলে তন্ময় ঘোষের কাজের দাবি বা জমির ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবিতে পুলিশের কাছে দাবি জানান গ্রামের লোকজন।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় বলেন, 'আলু রাখা নিয়ে একটা বচসা হয়। আমরা প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছি, চার পাঁচ জন মিলে এক ব্যক্তিকে মারধর করে, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। নামগুলোও জানতে পেরেছি আমরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করব আমরা।'

SBI এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস (৬২৯৫৭)
বহরমপুর, আর-২, এ.ও. বিধাননগর,
১৫, স্কয়ার ইস্ট রোড, পোস্ট- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১, ইমেল আইডি: agmr2.zobid@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৭.০১.২০২৫ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা "**মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন**", গ্রাম ও পোস্ট- কালাডাঙ্গা, থানা- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৪, **শ্রী কল্যাণ কৃষ্ণ দাস,** "মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন" -এর অংশীদার, পিতা - প্রয়াত হরেন্দ্র নাথ দাস, **শ্রীমতী যমুনা দাস,** "মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন" -এর অংশীদার, স্বামী - শ্রী কল্যাণ কুমার দাস, **শ্রীমতী সংযুক্তা দাস,** "মেসার্স যমুনা সার্ভিস স্টেশন" -এর অংশীদার, পিতা - শ্রী কল্যাণ কুমার দাস, সকলেরই বাসস্থান- ৫৬/১/এ, বাবুল বোনা রোড (রাইকানন), পোস্ট ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, **এ/সি নং ১১৭৪২৯৫৬৫৮৪ (সি.সি)** -কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া **৭৪,২৬,৯৬৬.৭১ টাকা (চুয়াত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শো ছেষট্টি টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) ২৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী** পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২ মার্চ, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **৭৪,২৬,৯৬৬.৭১ টাকা (চুয়াত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শো ছেষট্টি টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) ২৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৭.১২.২০২৪ থেকে আরও সুদ** এবং তার উপর খরচ ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- কল্যাণ কুমার দাস।
জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- দৌলতাবাদ, মৌজা - চর ইসলামপুর, জে.এল. নং ১৫২, এসআরও- বহরমপুর, খতিয়ান নং - আর.এস.-৪৬৮, এল.আর-৯৩৮, ১০২৪, প্লট নং এল.আর- ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৭ প্রকৃতি-ভিটি, এলাকা- ০.৬৪২৫ একর।
সীমানা: উত্তর- মালিকের সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** জলঙ্গি রোড, **পূর্ব-** অন্যের ভবন, **পশ্চিম-** জয়নাল আবেদিনের সম্পত্তি।
(দলিল নং আই-৪২৭১, আই-৪২৬৯, সাল- ১৯৯৪)

তারিখ: ১২.০৩.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: বহরমপুর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস- কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এ বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দালানঘাটা শাখা **(সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে ১৯.০৪.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দালানঘাটা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া ২৭,৪৯,০৮৪.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চুরাশি টাকা মাত্র) ০৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা জনাব আখতার মল্লিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার) পিতা- এরসাদ মল্লিক** ঠিকানা- পারুলিয়া, জয়দেবপুর, পোস্ট-দারীকৃষ্ণ নগর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৬৮ এছাড়াও এখানে-মসজিদপাড়া দক্ষিণ হাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, পোস্ট ও থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন-৭৪৩৩৩১ এবং জনাব রোহিত মল্লিক (সহ-ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার) পিতা - জনাব আখতার মল্লিক, ঠিকানা-
রামগোবিন্দ পুর জয়দেবপুর হেলথ লাইন নার্সিং হোম এর কাছে
, পোস্ট-দারীকৃষ্ণ নগর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৩১ এছাড়াও এখানে-মসজিদপাড়া দক্ষিণ হাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, পোস্ট ও থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন-৭৪৩৩৩১-এর থেকে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. জনাব আখতার মল্লিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার) পিতা- এরসাদ মল্লিক ঠিকানা: পারুলিয়া, জয়দেবপুর, পোস্ট-দারীকৃষ্ণ নগর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৬৮ এছাড়াও এখানে-মসজিদপাড়া দক্ষিণ হাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, পোস্ট ও থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন-৭৪৩৩৩১ এবং ২. জনাব রোহিত মল্লিক (সহ-ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার) পিতা- জনাব আখতার মল্লিক, ঠিকানা- রামগোবিন্দ পুর জয়দেবপুর হেলথ লাইন নার্সিং হোম এর কাছে, পোস্ট-দারীকৃষ্ণ নগর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৩১ এছাড়াও এখানে-মসজিদপাড়া দক্ষিণ হাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, পোস্ট ও থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন-৭৪৩৩৩১-এর থেকে। খ) দালানঘাটা শাখা	মৌজা-দক্ষিণ হাজীপুর, মসজিদ পাড়া পোস্ট ও থানা- ডায়মন্ড হারবার জেএল নং- ৯০ আরএস দাগ নং- ১৩৭ এলআর দাগ নং-২৫৭ এলআর খতিয়ান নং- ১০৩৯ ওয়ার্ড নং-১৩ পিন কোড- ৭৪৩৩৩১ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত কমবেশি ৪.৫ ডেসিমেল জমি ও তার উপর নির্মিত ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার দলিল নম্বর-১৬০৯০৩৭৭১/২০১৫ আখতার মল্লিক এর নামে। সীমানা: উত্তর- দিব্যেন্দু মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- হাসানুজ্জামান সরদারের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- দিব্যেন্দু মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- ৬' প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং সরিফউদ্দিন মোল্লা দ্বারা।	২৭,৪৯,০৮৪.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চুরাশি টাকা মাত্র) ০৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ	ক) ৪৮,০১,০০০.০০ টাকা (*) (আটচল্লিশ লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪,৮০,১০০.০০ টাকা (চার লক্ষ আশি হাজার একশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB58004938792 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের বিশদ: ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ১৬.০৩.২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ-১৯.০৪.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https://www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://baanknet.com
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১০.০২.২০২৫, — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) ও ৯ (১) এ বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) ও ৯ (১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকি দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উস্তি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" **এবং** "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে ০২.০৪.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উস্তি শাখা **(সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া ৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা (ষাট লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো উনষাট টাকা মাত্র) ১৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম- তালডাঙ্গা, পোস্ট- উস্তি, থানা- ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৭৫। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১-এর থেকে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত, গ্রাম - তালডাঙ্গা, পোস্ট - উস্তি, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ ২. শ্রী মানস দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের এ/সি এর জামিনদার) ৩. শ্রী গৌতম দত্ত, (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের এ/সি এর জামিনদার) উভয়েরই ঠিকানা: গ্রাম - তালডাঙ্গা, পোস্ট- উস্তি, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ৩৭৫। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ ৪. শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের এ/সি এর স্বত্বাধিকারী ও জামিনদার) (শ্রীমতী মধুমিতা দত্তের এইচবিএল এ/সি এর ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), স্বামী-শ্রী মানস দত্ত গ্রাম : উত্তর দেওয়ারক, পূর্ব পাড়া, পোস্ট - কুলেশ্বর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৫। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ খ) উস্তি শাখা	উত্তর-পূর্ব কোণ, দ্বিতীয় ফ্লোরে ৭০১ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ০৬ (ছয়) কাঠা ০২ (দুইছটাক ০৭ (সাত) বর্গফুট পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমিতে নির্মিত, যার মধ্যে ০২ (দুই)টি শয়নকক্ষ, ০১ (এক)টি ডাইনিং/ড্রয়িং-কাম রান্নাঘর, ০১ (এক)টি বাথরুম এবং প্রিভি, ০১ (এক)টি টয়লেট এবং ০১ (এক)টি বারান্দা এবং কমবেশি ১২০ বর্গফুট পরিমাপের সিমেন্টের মেঝের ঢাকা গাড়ি পার্কিং স্থান এবং সমস্ত জিনিসপত্র এবং সরঞ্জামাদি। সরসুনা মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ১২৭ নং ওয়ার্ড, থানা - ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বই- ১, খণ্ড নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭ পর্যন্ত বিয়িং নং ১৯১০৫৩২১ সাল- ২০১৮, এ.আর.এ - ১, কলকাতার অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স অফিসে নিবন্ধিত, সম্পত্তিটি শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,স্বামী- স্ত্রী শ্রী মানস দত্তের নামে আছে। সম্পত্তিটি নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- ১৬ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড দ্বারা, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ৯ ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা, পূর্বে- ১৬ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড দ্বারা, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা।	৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা (ষাট লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো উনষাট টাকা মাত্র) ১৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী, সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ	ক) ২৩,৪৪,০০০.০০ টাকা (*) (তেইশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৩৪,৪০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50450407500 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের বিশদ: ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ১৬.০৩.২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০২.০৪.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https://www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://baanknet.com
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১০.০২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফের প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বসিরহাটে জেলা সভাপতির নামে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: গোষ্ঠী কোন্দল যেন রাজ্য বিজেপির পিছু ছাড়ছে না। বঙ্গে বিজেপির বিভিন্ন জেলা ও মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণার হতেই চলেছে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, কুৎসা, অপপ্রচার, পোষ্টার রাজনীতি। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি করা হয়েছে সুকল্যাণ বৈদ্যকে। তার নাম ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে বিজেপির অন্তর্কলহ। বিজেপির নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য এর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই তার নামে পোস্টার পরল। পোস্টারে লেখা হল দল ও সভাপতি বিরোধী স্লোগান। পোস্টারে লেখা, কালো দিনের সূচনা, ডাকাত, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও গোষ্ঠী কোন্দল ধামাচাপা দিতে ও নিজের সম্মান বাঁচাতে নিজের দলের কর্মীদেরকেই তৃণমূল কংগ্রেসের দালাল বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন নবনিযুক্ত সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিষয়টি হাস্যকর আক্ষ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী আবদুল রহিম। অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি সেই সব পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে বিজেপি সভাপতির অনুগামীরা।

সুকল্যাণ বৈদ্যর নাম ঘোষণার পর থেকেই গেরুয়া শিবিরের অন্দরে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ প্রতিবাদ। আর রবিবার তার নামে বাদুরিয়ায় বিজেপির পার্টি অফিসে পরল পোস্টার। সুকল্যাণ বৈদ্যের বাড়ি এই বাদুড়িয়াতেই। আর তার এলাকা বাদুড়িয়াতেই পোস্টার পরায় অস্বস্তিতে জেলা সভাপতি। পোস্টার লেখা হয়েছে, আজ থেকে বিজেপি দলের কালো দিনের সূচনা, সুকল্যাণ বৈদ্য মিথ্যাবাদী, ডাকাত, ২০২১ সালে ভোটের নামে দলের টাকা তছরুপ করেছে। এমনকী সুকল্যাণ বৈদ্য নামে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় লেখা হয় অকল্যাণ বৈদ্য।

এই বিষয়ে সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, বিজেপির যারা সংগঠক, যারা দলটা করে তারা আমার পাশে আছে। কিছু কিছু তৃণমূলের দালাল যারা প্রধানমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার অমিত শাহকে গালাগাল করে, এরকম দু'একজন রাতের অন্ধকারে কি পোস্টার মারল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।

স্থানীয় বিধায়ক কাজী আবদুল রহিম বলেন, কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ, মান, অভিমান থাকতেই পারে। তাই বলে নিজের দলের কর্মীদের অন্য দলের দালাল বলে আক্ষ্যা দেওয়া কোনও জেলা সভাপতি কাজ নয়। এমন একজন সভাপতি কি করে আগামীদিনে কর্মীদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দুই বছর ধরে রামমোহন মেলা বন্ধ থাকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী মেলা হল রামমোহন মেলা। অথচ গত দুই বছর ধরে এই মেলা বন্ধ থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই খানাকুলের রামমোহন প্রেমী মানুষ থেকে শুরু করে আপামর আরামবাগবাসী মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে রামমোহন মেলা কি আর হবে না। একেবারেই কি ঐতিহ্যবাহী রামমোহন মেলা বন্ধ হয়ে গেল। যদিও এই প্রশ্নের উত্তরে হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি একটি স্কুলের বই মেলায় এসে আশ্বাস দেন রামমোহন মেলা হওয়ার বিষয়ে। কিন্তু সেই আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি কেবল মুখের কথাই রয়ে গেল। জানুয়ারি পেরিয়ে ফেব্রুয়ারি মাস পড়ে গেলেও রামমোহন মেলার বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেই। এই বিষয়ে আবারও সুবীরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, দেখছি। অফিসে গিয়ে আবারও কথা বলব। প্রসঙ্গত,বিগত বছরে খানাকুলে রামমোহন রায় নামাঙ্কিত মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তুমুল বাগবিতণ্ডা, গালিগালাজ হয়। পন্ড হয় মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। খানাকুলের তৃণমূল প্রধান সঞ্জয় দলুইয়ের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠানে অভব্যতা করার অভিযোগ

ওঠে। রামমোহন মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে আরামবাগের মহকুমা শাসক, হুগলি জেলা সভাধিপতি, বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় সহ বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে রামমোহনের আমবাগানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদানের আগেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মেলায় হাজির হয়ে প্রধান সঞ্জয় দলুই বলেন, তিনি প্রধান। তাকে বাদ দিয়ে নইমুল হক, মইদুল ইসলামরা মেলা করছে। সেই কারণেই তার প্রতিবাদ। মেলা থেকে মইদুল, নইমুলদের তাড়িয়ে দেওয়া হোক। তাহলেই মেলা হবে। সূত্রের দাবি, সঞ্জয় দলুইকে আহ্বায়ক না করে রামমোহন গবেষক দেবাশিস শেঠকে আহ্বায়ক করাকে কেন্দ্র করেই এই ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে একপ্রকার লাঠি উঁচিয়ে সঞ্জয় অনুগামীদের ছত্রভঙ্গ করতে হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তারপর থেকে মেলা বন্ধ হয়ে গেল। এই বিষয়ে আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ দেবাশিস শেঠ বলেন, এই মেলা বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বিখ্যাত সাহিত্যিক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হয়। এলাকার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে এই মেলা চালু করুক। অপরদিকে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, তৃণমূল মাতাল আর মস্তানদের দল। তৃণমূলের অসভ্যতার কারণে দেশের মানুষের কাছে খানাকুলের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। রাজা রামমোহন রায়ের নামাঙ্কিত মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু অসভ্য লোকের জন্য রামমোহনের পুণ্যভূমি কলুষিত হয়েছে।

জুয়া খেলার টাকা নিয়ে বচসা, শুট আউটে চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় ফের শুট আউটের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। এবারে ইংরেজবাজার পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলরের ওয়ার্ডে শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও ওই এলাকাতেই রয়েছে মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের বাড়ি। শনিবার হোলির রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোনী মালোপাড়া এলাকায়। পুলিশ শুট আউটের ঘটনায় সুব্রত দাস ওরফে শুভ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সেভেন এমএম পিস্তল, দুই রাউন্ড কার্তুজ। যদিও এই শুট আউটের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত উত্তম মণ্ডল পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের নাম বিপ্লব ঘোষ, ওই ব্যক্তির বাম হাতের কব্জিতে গুলি লাগায় হাড় ভেঙে গিয়েছে। ঘটনার দিন রাতেই বিপ্লবকে ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচার করে ওই ব্যক্তির হাত থেকে গুলি বের করা হয়েছে। এদিকে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, হোলির রাতে বিপ্লব ঘোষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুদিখানার দোকানে কেনাকাটা করতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় ওই এলাকায় একদল যুবকের মধ্যে গোলমাল চলছিল। কি হয়েছে বলতে গিয়েই নেমে আসে বিপদ। এরপরই পকেট থেকে বন্দুক বের করে উত্তম মণ্ডল পরপর দুই রাউন্ড গুলি করে বলে অভিযোগ। বাম হাতে গুলি লাগে বিপ্লব ঘোষের।

পুলিশ জানিয়েছে, জুয়া খেলার টাকা নিয়েই ওই এলাকার দুটি গ্রুপের মধ্যে এদিন বচসা বাধে। পরে সেটি সংঘর্ষে পৌঁছায়। তখনই উত্তম মণ্ডল নামে এক অভিযুক্ত অন্য একজনকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপ্লবের হাতে গিয়ে লাগে।

এদিকে এই ঘটনায় ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর অম্লান ভাদুরি বলেন, এলাকায় জুয়া, মদের ঠেক চলছে অথচ পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে তার সামনে আমার বাড়ি। পুলিশ এসব ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ব্যবস্থা নিক, সেই দাবি করছি। তবে বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন। বরঞ্চ বিজেপির ওয়ার্ড কাউন্সিলরের এলাকাতেই এমন ঘটনাটি ঘটেছে।

বনগাঁ জেলা বিজেপির কোষাধ্যক্ষ আর্থিক প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার

কটাক্ষ তৃণমূলের, পাল্টা জবাব বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ জেলা বিজেপির কোষাধ্যক্ষ আর্থিক প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার। চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা বলে সরব হলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি, পাল্টা জবাব বিজেপির। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনে সাংগঠনিক জেলা বিজেপির কোষাধ্যক্ষ লক্ষ্মণ ঘোষকে মঙ্গলবার আর্থিক প্রতারণার পুরনো একটি অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার খবর চাউর হতেই আসরের নামল তৃণমূল কংগ্রেস। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, বিজেপির বনগাঁ জেলার কোষাধ্যক্ষ লক্ষ্মণ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই নেতা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের কাছের। এই নেতাকে দিয়েই তোলাবাজি করান বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপি নেতার গ্রেপ্তারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এসপি'র সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। অন্যদিকে এই অভিযোগ নিয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, লক্ষ্মণ ঘোষ বিজেপির অফিস সেক্রেটারি, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনও কেসে গ্রেপ্তার হয়েছে, তার সঙ্গে দলের কোনো যোগ নেই। লক্ষ্মণ ঘোষ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের অনুগামী এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন বিজেপি করেন সেই কারণে আমার সঙ্গে ছবি থাকতেই পারে কিন্তু যারা এ সমস্ত বলছে তারা তৃণমূলের দালাল।

আদিবাসী নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ আদিবাসী মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আদিবাসী সমাজের নাবালিকা যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছে। অভিযুক্ত চারজন। প্রথমে দু'জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনায় ধরা পড়ে একজন। সোমবার অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে এবং বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এবার প্রতিবাদে নামল আদিবাসী মহিলারা। আসানসোল উত্তর থানা এলাকার বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ চলে।

ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বলে অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেপ্তার করে আসানসোল পসকো ধারায় আদালতে পাঠায় পুলিশ।

অভিযোগ আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত পাঁচগেছিয়া কদমডাঙার এক নাবালিকা মাঠে গিয়েছিল চড়তে থাকা ছাগল বাড়ি ফিরিয়ে আনতে। ওই সময় চার মদ্যপ যুবক মাঠে বসেছিল। নাবালিকাকে একা পেয়ে ধরতে যায়। দৌড়ে পালায় নাবালিকা। যুবকেরা তাড়া করে ও তাকে ধরে যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় স্থানীয় দু'জনের নামে প্রথমে অভিযোগ দায়ের হয়

আসানসোল উত্তর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে জগন্নাথ রুইদাসকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল আদালতে পাঠায় পুলিশ। অন্য অভিযুক্ত বাপি রায়ের খোঁজে তল্লাশি চলে। রবিবার দুপুরে ওই এলাকার বাসিন্দারা আদিবাসী মহিলা সমাজ দা কুড়ুল হাতে বিক্ষোভ নামলেন থানার বাইরে।

পুলিশের দাবি, আরও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি যতক্ষণ না সমস্ত অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হচ্ছে ততক্ষণ তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

টিকায়েতপুরে ক্রিকেট উপলক্ষে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: 'মোবাইল' ও 'নেশার দুনিয়া' থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি যুব সমাজকে মাঠমুখী করার লক্ষ্যে গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের শাশড়া পঞ্চায়েত এলাকার টিকায়েতপুর ময়দানে পাঁচ দিনের শট টু লং ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। বুধবার শুরু হয়ে রবিবার ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ হয়। রবিবার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর থানার আইসি কার্তিক চন্দ্র রায় সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী সহ অন্যান্যরা। টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্যরা জানান, বাংলা, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মোট আটটি দল

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম স্থান অধিকারী বজরংবলী ইলেভেন ক্রিকেট টিমকে ৩৫০০০ এবং রানার্স্যু ইলেভেন ক্রিকেট টিমকে ২৫০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

জেলা ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট মেটাতে এদিন ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পাশাপাশি একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

গোষ্ঠীর মহিলাদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ গোষ্ঠীরই এক মহিলার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী হল এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী কমিটি যা সাধারণত স্থানীয় মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের উদ্দেশ্য হল সদস্যদের মধ্যে আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করা। আমাদের রাজ্যে মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হল সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় তৈরি করা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা এবং তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এবার এই মহিলা গোষ্ঠীর টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল গোষ্ঠীর এক মহিলার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি অন্ডালের নাজিরাবাদ এলাকার। অভিযোগ মাইনরিটি লোনের টাকা আত্মসাৎ করেছে চাঁদনি খাতুন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেন চাঁদনি খাতুন। তিনি বলেন, মাইনরিটি লোনের বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন না তবে তিনি তার গ্রুপের মহিলাদের থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা তিনি অপর্ণা দাস নামে এক মহিলাকে দিয়েছিলেন। চাঁদনি দেবী বলেন, তার বিরুদ্ধে তোলা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা।

অন্যদিকে অন্ডাল ব্লকের ব্লক সভাপতি কালবরণ মণ্ডল জানান, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ছেলের টাকা নিয়ে গন্ডগোলের কথা সামনে এসেছে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে ডেকে সমস্ত বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় রবিবার। কালবাবু জানান যদি অভিযুক্ত মহিলা গ্রুপের অন্য মহিলাদের টাকা নিয়ে থাকে তাহলে সেই টাকা তাকে শোধ করতে হবে।

অন্যদিকে যে মহিলার দিকে আঙুল তুলছেন চাঁদনি দেবী সেই অপর্ণা দাস জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মাইনরিটি সেলের লোনের টাকা চাঁদনি মাসের পর মাস গোষ্ঠীর মহিলাদের থেকে তুলেছেন অথচ সেই টাকা ব্যাংকে জমা করেননি। সেই তথ্য সামনে আসাতেই তার দিকে আঙুল তুলছেন চাঁদনি। অপর্ণা দেবী জানান, ওই মাইনরিটি গোষ্ঠীর মহিলারা যারা ২৪ টা কিস্তির টাকা ওই মহিলার হাতে দিয়েছেন অথচ ব্যাংকে জমা পড়েছে কারোর দুটি অথবা কারোর চারটি কিস্তির টাকা। ব্যাপারটি অন্ডাল ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ হয়নি।

প্রতিবেশী দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তি, গ্রেপ্তার ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব রাগবশত প্রতিবেশীর মধ্যে দু'পক্ষের মারপিটের ঘটনায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করার ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে নবগ্রাম এলাকা থেকে নয়জনকে গ্রেপ্তার করে জামালপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের রবিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,

পূর্ব রাগবশত মারপিটের ঘটনা ঘটে শনিবার দুপুরে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামালপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় এবং জামালপুর হাসপাতালে আহত নয়জনকে চিকিৎসা করানো হয়। শনিবার সন্ধ্যায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয়। রাত্রে দু'পক্ষের নয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে শনিবার বিকালে মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। পূর্ব রাগবশত ঘটনা আরো বড় আকার নেয়। জখম হয় ১৩ জন। কয়েকজনকে পাঠানো হয় বর্ধমান হাসপাতালে। বাকি কয়েকজনের চিকিৎসা চলছিল জামালপুর ব্লক হাসপাতালে। অভিযোগের ভিত্তিতে উভয়পক্ষের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বসন্ত উৎসবের রেশ এখনো কাটেনি, রবিবার হাওড়ার বাগনানের খালোড়ে বাগনান এলাকার নাট্যকর্মীদের গড়া উপলব্ধি নামক সংগঠনের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব। কচিকাচাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের খান্দরা এলাকায় অবস্থিত অভিষেক গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ। একেবারে জিরো থেকে উঠে আসা এই কারখানার কর্ণধার বর্তমানে কয়লা অঞ্চলের বিশিষ্ট শিল্পপতি নরেশ শর্মা। এখানে তৈরি গ্লাস রাজ্য ছাড়াও বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে বর্তমানে। রবিবার কারখানার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কারখানা চত্বরেই হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। কারখানার কর্ণধার নরেশ শর্মা জানান, রক্ত তো কারখানায় উৎপাদন করা সম্ভব নয় তাই রক্তের ঘাটতি একটু হলেও মেটাতে তারা প্রত্যেক বছর কারখানার এই বিশেষ দিনটিকেই রক্তদান শিবির হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এদিন কারখানায় কর্মরত প্রায় ৪০ জন শ্রমিক স্বেচ্ছায় তাদের রক্তদান করলেন। এদিনের সংগৃহীত রক্ত যাবে দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে।

অভিষেক বার্তার পরের দিনই সম্মেলন শ্যামপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এক বছর আগেই সংগঠন গুছিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। শনিবার গ্রাস রুট লেভেলের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সভায় সরাসরি তিনি বুথ স্তরের কমিটি তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরের দিন অর্থাৎ রবিবারই যুব সম্মেলন

করল শ্যামপুরের বানেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন যুবনেতা অরিন্দম মণ্ডল। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মণ্ডল। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কালীপদ বাবু বলেন, 'শুধুমাত্র টাকা কামানোর জন্য রাজনীতি করা নয়। এখনো শ্যামপুরের আড়ালে আবডালে টাকার খেলা চলে বলে আমার কানে এসেছে। এটা বন্ধ করতে হবে। সিপিএম, কংগ্রেস সকলের সঙ্গেই সৎ ভাব রেখে চলতে হবে। সব ধরনের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে।' উল্লেখ্য এদিনের সম্মেলনে বানেশ্বরপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজেপি নেতা সুব্রত মান্নার নেতৃত্বে বেশ কিছু বিজেপি কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন।

জ্যোতির্ময়ী জ্ঞানপীঠ ও কলেজের যৌথ উদ্যোগে সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হল 'সম্প্রীতির বসন্ত উৎসব'।

মহিলা পরিচালিত আনন্দপুর দুর্গোৎসব কমিটির বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মীরা।

গরম রসে বা ফুটন্ত তেলে হাত ডুবিয়ে পরে না ফোসকা, আউশগ্রামের অদ্ভুত মানুষ শংকর মিশ্র!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রামের কালিদহ গ্রামের এক সাধারণ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী শংকর মিশ্র। সাধারণ বলা হলেও, তার ক্ষমতা একেবারে অসাধারণ। দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে মিষ্টান্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত শংকর মিশ্র। এমন এক অবিশ্বাস্য দক্ষতার অধিকারী যা শুনলে চমকে যাবেন সবাই।

তার দোকানে গেলে দেখা যাবে গরম রসে ফুটন্ত গরম মিষ্টি অনায়াসে হাতে তুলে নিচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ফুটন্ত তেল থেকে খালি হাতে তুলে আনছেন আলুর চপ ও সিঙ্গারা। কোনো রকম সুরক্ষা সরঞ্জাম বা হাতের গ্লাভস ব্যবহার করেন না তিনি এবং আশ্চর্যের বিষয় হল, এত গরমের মধ্যেও তার হাতে পড়ে না

একটিও ফোসকা। অনেকেই এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান এবং ভাবেন এটা কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের ফলাফল। তবে শংকর মিশ্র জানিয়েছেন, এর পেছনে নেই কোনও ধরনের প্রশিক্ষণ বা অলৌকিক ক্ষমতা। ছোটবেলা থেকেই তিনি এই কাজ করছেন এবং ধীরে ধীরে তার হাতে এমন এক অভ্যাস তৈরি হয়েছে, যা তাকে এই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে। শংকর মিশ্রের এই ক্ষমতা স্থানীয়দের কাছে তাকে বিখ্যাত করে তুলেছে। দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকে, আর তার এই কৌশল দেখতে প্রতিদিনই বহু মানুষ ভিড় জমায়। কেউ কেউ তার এই কৌশল শিখতে চাইলেও শংকর মিশ্র বলছেন, এটা কোনও কৌশল নয়, বরং অভ্যাসের ফলাফল।

অনেকে তাকে তার এই দক্ষতার জন্য পুরস্কৃত করার কথাও ভাবছেন। তবে শংকর মিশ্র সাদাসিধে মানুষ। তিনি তার কাজ করতে ভালোবাসেন এবং নিজের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী জীবন নিয়েই খুশি।

এ যেন এক জীবন্ত বিস্ময়! গরম রসে হাত ডুবিয়ে মিষ্টি তুলতে গিয়ে যেখানে অন্য কেউ ব্যথায় চিৎকার করে উঠবে, সেখানে শংকর মিশ্র দিব্যি স্বাভাবিক থাকেন। তার এই অসাধারণ দক্ষতা দেখে স্থানীয়রা বলেন, 'শংকর মিশ্র যেন এক জীবন্ত আশ্চর্য।'

নচিকেতার গানের বাস্তব প্রতিচ্ছবি!

মৃত বাবা-মায়ের মূর্তি নদীর পাড়ে, শেষমেশ স্থান হল থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জীবনমুখী গায়ক নচিকেতার জনপ্রিয় গান 'বৃদ্ধাশ্রম'। যেখানে গানের ভাষায় গায়ক বুঝিয়েছেন যে মা বাবা কষ্ট করে সন্তানকে মানুষ করেন। সেই সন্তান বড় হয়ে মস্ত মানুষ তৈরি হয়ে তার বিলাসবহুল জীবনে মা বাবা ঠাঁই পায় না। শেষ মেষ মা বাবাদের স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে।

সেই করুণ বাস্তবতা যেন রূপ পেল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। যেখানে একসময় সন্তান ছিল তাদের সকল আশা-ভরসা। আজ সেই সন্তানই তাদের স্মৃতিচিহ্ন অবহেলায় ফেলে রেখে গেল নদীর ধারে।

সম্প্রতি জামালপুরের দামোদর নদের পাড়ে উঠে আসে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা। দোলপূর্ণিমার দিনে এক মোটর ভ্যানে করে দুটি মূর্তি এনে নদীর তীরে ফেলে যান এক ব্যক্তি। মূর্তি দুটি ছিল মৃত বাবা-মায়ের। যা দেখে উপস্থিত লোকজন হতভম্ব হয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রথমে বিষয়টি বুঝতে না পারলেও, জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি

রায়না থানার শ্যামসুন্দর এলাকা থেকে আসেন এবং স্বপ্নাদেশ পেয়েই নাকি বাবা-মায়ের মূর্তি নদীর পাড়ে রেখে যাচ্ছেন। তার এহেন অদ্ভুত যুক্তি শুনে স্থানীয়দের বিস্ময়ের শেষ থাকে না। বিষয়টি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রশাসনের নজরে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মূর্তি দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, কেনই বা এমন কাজ করে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এমন অমানবিক ঘটনার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, আধুনিক সমাজে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের দায়বদ্ধতা কি এতটাই কমে গিয়েছে? যে মৃত বাবা-মায়ের স্মৃতিচিহ্নের প্রতি এমন অবহেলা। এমন নির্মম পরিণতি দেখে নিন্দার ঝড় উঠেছে চারিদিকে। বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের এই নির্দয় মনোভাব একদিকে যেমন দুঃখজনক, অন্যদিকে সমাজের চরম অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে।

এই ঘটনা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সমাজের এক গভীর সংকটের প্রতিফলন। যেখানে একসময় বাবা-মা সন্তানের জন্য নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করেন, সেই সন্তানই একদিন তাদের মূল্য হারিয়ে ফেলে।

এখন দেখার, এই ঘটনায় পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয় এবং এর পেছনে সত্যিই কোনো আইনভঙ্গের ঘটনা রয়েছে কি না। তবে একথা নিশ্চিত, নচিকেতার গানের কথাগুলো আজ আর শুধুই গানের লাইন নয়, বরং এক কঠিন বাস্তব চিত্র। জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আজকের দিনে এমন ঘটনা কাম্য নয়।

‘এক জন তারকা, তাও যত্ন নিতে পারে না!’ বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে পাক বোর্ডকে তোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের ক্রিকেটে এখন এক জনই তারকা। অথচ তাকেও ঠিক মতো আগলে রাখতে পারে না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বাবর আজমকে টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ দেওয়া মেনে নিতে পারেননি প্রাক্তন ক্রিকেটার সঈদ আজমল। দেশের ক্রিকেট কর্তাদের বিরুদ্ধে সরব তিনি।

ধারাবাহিক ব্যর্থতায় বিরক্ত পিসিবি কর্তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিপর্যয়ের পর কড়া পদক্ষেপ করেছেন। নিউ জল্যান্ড বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজরে দল থেকে বাদ দিয়েছেন বাবরকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের মন্থর ব্যাটিং নিয়েও বিরক্ত তাঁরা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আজমলের। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘‘আপনাদের কাছে তো এক জনই তারকা রয়েছে। তাকেও যদি হেয় করেন, তা হলে আপনারা ক্রিকেট চালাবেন কী ভাবে? এ গুলোই বড় সমস্যা। আমাদের প্রাক্তন ক্রিকেটারদেরও মুখ বন্ধ রাখা উচিত।’’ আজমল বোঝাতে চেয়েছেন, অতিরিক্ত সমালোচনা ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। তাঁরা আরও চাপে পড়ে যান। প্রভাব পড়ে পারফরম্যান্সে। বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, ‘‘এক জন ক্রিকেটার আর এক জনকে বুঝবে, এটাই প্রত্যাশিত। খারাপ সময় খেলোয়াড়জীবনের অংশ। কেউ সারা জীবন একই ভাবে ক্রিকেট খেলতে পারে না। সচিন তেন্ডুলকরও প্রতি ম্যাচে ১০০ করতে পারেননি।’’

পিসিবির সমালোচনা করে আজমল বলেছেন, ‘‘বাবর, মহম্মদ রিজওয়ানদের ভুল ভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এমন নয় যে ওরাই শুধু দল হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে আর বাকি সব দল সফল হয়েছে। নির্বাচকদের উচিত বাবরের সঙ্গে আলাদা করে বিশ্রামের ব্যাপারে কথা বলা। তাতে ও আরও শক্তিশালী ভাবে ফিরে আসতে পারবে। এটাই পদ্ধতি হওয়া উচিত। বাবর এবং রিজওয়ান দু’জনেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। সেরা খেলোয়াড়দের মতোই ওদের পরিসংখ্যান। পার্থক্য হল, খুব আগ্রাসী মেজাজে দেখা যায় না ওদের। তবু অন্য দের মতোই রান করে দু’জন।’’ তিনি আরও বলেছেন, ‘‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হঠাৎই একটু আগ্রাসী হয়ে গিয়েছে। আমাদের ছেলেরাও সেটা বুঝতে পারছে। তবে আমাদের ক্রিকেটারেরা যদি আগ্রাসী না হয়েও ম্যাচ জেতাতে পারে, তাতে ক্ষতি কী? ওরা ম্যাচ জেতাতে পারে, তা বহু বার প্রমাণিত। বিরাট কোহলির মতো ব্যাটারও আগ্রাসী হওয়ার আগে ধীরে ধীরে নিজের ইনিংস তৈরি করে। কোহলির খেলার ধরণ ওটাই।’’

আজমলের মতে বাবর, রিজওয়ানদের মতো ক্রিকেটারদের আরও বেশি যত্ন প্রয়োজন। পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের উচিত তাঁদের পাশে থাকা। আগলে রাখা। উল্লেখ্য, নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৯১ রানে শেষ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের ইনিংস। ৯ উইকেট হারতে হয়েছে সলমন আঘার দলকে।

বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রগতি কাপ

বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রগতি কাপ ২০২৫ -এর উদ্বোধনে বাঁদিকে সংস্থার সভাপতি রাজেশ দানি, ডানদিকে এনসিএ’র প্রাক্তন ব্যাটিং প্রধান দীনেশ নানাবতী ও বিসিসিএ’র মূল উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ মুখার্জী।

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রামবাংলা থেকে শহরাঞ্চলে ক্রিকেটার তুলে আনতে নতুন উদ্যোগ নিল বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশন। শুরু করল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রগতি কাপ ২০২৫। রবিবার হাওড়ায় জগাছা থানা জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে উদ্বোধন হয়ে গেল এই টুর্নামেন্টের। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল বিডিএফসি ও বাদল বোস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। অনূর্ধ্ব ১৭ ৪৫ ওভারের এই টুর্নামেন্ট হবে লাল বলে। বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের মূল উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ মুখার্জী জানান, বিভিন্ন জেলায় যে কোচিং ক্লাবগুলো আছে তাদের অনূর্ধ্ব ১৭ ক্লাবদলগুলো জেলাস্তরে খেলবে। এরপর সেখানকার চ্যাম্পিয়ন দল উঠবে পরের রাউন্ডে। এই টুর্নামেন্ট থেকেই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ৫০ জন প্রতিভাবানকে বাছাই করা হবে। সেখান থেকেই বাছাই ২০ জনকে একসপ্তাহের হাই পারফরম্যান্স ডেভেলপমেন্ট স্কিলের ট্রেনিং দেওয়া হবে। যার প্রশিক্ষণ দেবেন প্রাক্তন এনসিএ ডিরেক্টর ও প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক ও প্রাক্তন জাতীয় দলের খেলোয়াড় সন্দীপ পাটিল। এছাড়াও ছিলেন এনসিএ’র প্রাক্তন ব্যাটিং প্রধান দীনেশ নানাবতী ও প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার গৌতম সোম, সংস্থার সভাপতি রাজেশ দানি। রবিবার উদ্বোধন করেন এনসিএ ব্যাটিং পরামর্শদাতা দীনেশ নানাবতী। এছাড়াও ছিলেন বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রাক্তন খেলোয়াড় রাজেশ দানি, সংস্থার টেকনিক্যাল চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ মুখার্জী, সচিব বিশ্বজিৎ পাটোয়ারী, সহসভাপতি অশোক সাহা, সহসচিব সন্দীপ দাস, প্রগতি কাপ টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান বিদ্যুৎ মুখার্জীসহ অন্যান্যরা।

কলকাতা পুলিস কমিশনার একাদশকে ১০ রানে হারিয়ে ফ্রেন্ডশিপ ক্রিকেট ম্যাচ জিতে নিল প্রেস ক্লাব কলকাতা। আলিপুর বডিগার্ড লাইনে পুলিস কমিশনার মনোজ ভার্মার নেতৃত্বে একদিকে সিনিয়র আইপিএসরা, অন্যদিকে প্রেস ক্লাব সম্পাদকের নেতৃত্বে সাংবাদিক একাদশ, টান টান উত্তেজনা ছিল গোটা ম্যাচে। ১৫ ওভারে সাংবাদিকদের ১২৮ রানের জবাব দিতে ১১৮য় শেষ হয় আইপিএসদের ইনিংস।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

৭ বছরের বালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ফের রণক্ষেত্র হাথরস

হাথরস, ১৬ মার্চ: ফের রণক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশের হাথরস। ৭ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীর শাস্তির দাবিতে পথে নামল ক্ষুব্ধ জনতা। ধর্মীয়স্থানে পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠল উন্মত্ত ভিড়ের বিরুদ্ধে। গুরুতর এই পরিস্থিতি সামাল দিতে বিরাট সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনা হাথরসের সাদাবাদ কতোয়ালি এলাকার। গত শনিবার রাতে এই গ্রামের ৭ বছরের এক বালিকা কিছু কিনতে স্থানীয় একটি দোকানে যায়। সেই সময় ওই গ্রামেরই এক নাবালক তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। অভিযোগ নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় তাকে। রাতেই বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর পর গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসার পর রাতেই অভিযুক্তকে হেপাজতে নেয় পুলিশ। জানা যায়, নির্যাতিতা একজন হিন্দু বালিকা এবং অভিযুক্ত ওই নাবালক ধর্ষক মুসলিম সম্প্রদায়ের। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই গোটা বিষয়টি সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়।

রবিবার সকালে পরিস্থিতি গুরুতর আকার নেয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় বাজার। উন্মত্ত জনতার ভিড় হামলা চালায় নিকটবর্তী মসজিদে। পাথর ছোড়ার পাশাপাশি মসজিদের দরজা ভেঙে ভিতরে ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে আসে পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন খোদ হাথরসের পুলিশ সুপার। আশেপাশের আরও বেশ কয়েকটি থানা থেকে পুলিশ বাহিনী আনা হয় ঘটনাস্থলে। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন সাদাবাদের বিধায়ক প্রদীপ চৌধুরী।

হাথরসের এসপি চিরঞ্জীব নাথ সিং বলেন, পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ পুলিশের মতো করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মাদক-সহ ধৃত দুই বিদেশি মহিলা

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ: ৩৭ কেজি মাদক-সহ বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার দুই বিদেশি মহিলা। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া এই মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। রবিবার বড়সড় এই মাদকপাচার চক্রের তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে কর্নাটক পুলিশ। শুধু তাই নয়, জানা যাচ্ছে শুধুমাত্র গত নাইজেরিয়ার বাসিন্দা এই দুই মহিলা ৫৯ বার বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ে সফর করেছেন।

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অনুপম আগরওয়াল বলেন, দিল্লি থেকে বিমানে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নামার পর অভিযুক্ত ওই দুই মহিলার তল্লাশি চালানো হয়। তখনই তাঁদের ট্রলি ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায় ৩৭ কেজি ‘এমডিএমএ’ মাদক। পাশাপাশি উদ্ধার হয় নগদ ১৮ হাজার টাকা, ৪টি মোবাইল ফোন ও পাসপোর্ট। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত দুই মাদক পাচারকারী হলেন ৩১ বছর বয়সি বাম্বা ফানটা ও আবিগাইল অ্যাডোনিস (৩০)।

তদন্তকারীদের তরফে জানা যাচ্ছে, আন্তঃরাজ্য বিমান পরিবহণে অত বেশি তল্লাশির কড়াকড়ি না থাকার কারণে সেই সুযোগ নিয়েছিল এরা। বছরের পর বছর ধরে দেশে নানা প্রান্তে মাদক সরবরাহ করত অভিযুক্তরা। মাস ছয়েক আগে মেঙ্গালুরুতে ১৫ গ্রাম এমডিএমএ মাদক-সহ গ্রেপ্তার করা হয় হায়দার আলি নামে এক যুবককে। সেই সূত্র ধরে ৬ কেজি মাদক-সহ গ্রেপ্তার হন পিটার নামে আর এক নাইজেরিয়ান যুবক। এর পরই নাম উঠে আসে ফানটা ও অ্যাডোনিসের। জানা গিয়েছে, ব্যবসায়িক ভিসা নিয়ে ২০২০ সালে ভারতে এসেছিল ফানটা। অন্যদিকে, ২০১৬ সাল থেকে এখানে রয়েছেন অ্যাডোনিস। তদন্তকারীদের অনুমান প্রায় ২ বছর ধরে এই মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত এরা।

মাদক পাচারের জন্য এদের কাছে সহজ পথ ছিল আন্তঃরাজ্য বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র। অভিযুক্তরা গত বছর ৩৭ বার মুম্বই সফর করেছেন এবং ২২ বার বেঙ্গালুরুতে এসেছেন। তাঁদের এই সফর মাদক পাচারের উদ্দেশেই ছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের।

ডিজের প্রতিবাদ করায় বিধবা মহিলাকে নগ্ন-মারের অভিযোগ

আগ্রা, ১৬ মার্চ: তারস্বরে ডিজে বাজানোর প্রতিবাদ করায় বিধবা মহিলাকে প্রকাশ্যে নগ্ন করে বেল্ট দিয়ে বেধড়ক মারের অভিযোগ উঠল একদল যুবকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় অর্থাৎ হোলির দিন চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা আগ্রার খন্দৌলি এলাকায়। মধ্যযুগীয় এই ঘটনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ভিড়। এমনকি ঘটনার দিন থানায় অভিযোগ জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। পরে ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহিলার দাবি, য শুক্রবার হোলির অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরও গ্রামে তারস্বরে ডিজে বাজিয়ে নাচ করছিলেন বেশ কয়েকজন যুবক। প্রবল আওয়াজে বাড়ির মহিষগুলির সমস্যা হচ্ছিল। সেই সময় দুধ দোয়ানোর কথা থাকলেও ডিজের তীব্র আওয়াজে তা হচ্ছিল না। এই অবস্থায় তিনি ওই যুবকদের কাছে গিয়ে ডিজের শধ কমানোর অনুরোধ করতেই ক্ষেপে ওই যুবকরা মহিলার পোশাক ছিঁড়ে তাঁকে কার্যত নগ্ন করে বেল্ট ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারেন। এই ঘটনার কথা প্রতিবেশীরা থানায় জানালে পুলিশের গাড়ি সেখানে যায় ঠিকই তবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এরপর স্থানীয় পুলিশ চৌকিতে গিয়ে অভিযোগ জানালেও পুলিশ এফআইআর নেয়নি।

এই পরিস্থিতির মাঝেই গোটা ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সোশাল মিডিয়ায়। এর পরই তৎপর হয় পুলিশ। খান্দৌলি থানার স্টেশন ইন চার্জ রাকেশ চৌহান জানিয়েছেন যে, মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ৪ ব্যক্তির ওপর এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পাঁচেক আগে ওই মহিলার স্বামীর মৃত্যু হয়। এরপর থেকে বাড়িতে পোষা মোষের দুধ বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন তিনি।

নিখোঁজ সুদীক্ষার জামাকাপড় মিলল সমুদ্র সৈকতের চেয়ারে!

সান্তো ডোমিনঙ্গো, ১৬ মার্চ: ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুদীক্ষা কোনাঙ্কির এখনও কোনও সন্ধান মিলল না। তবে তাঁর পোশাক পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে সে দেশের এক সমুদ্রসৈকতে। গত বৃহস্পতিবার ভোরে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ওই দেশের পুন্টা কানায় রিউ রিপাব্লিকা হোটেলের সমুদ্রসৈকতে তাঁকে শেষ বারের জন্য দেখা গিয়েছিল। ওই সমুদ্রসৈকতেই একটি চেয়ারে সাদা রঙের পোশাক পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। পাশেই বালিমাখা এক জোড়া চটিও পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই পোশাক এবং জুতো সুদীক্ষারই।

২০ বছর বয়সি সুদীক্ষা আমেরিকার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বন্ধুদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে ক্যারেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ওই দেশে গিয়েছিলেন। ডমিনিকান ন্যাশনাল পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে নিখোঁজ হয়ে যান সুদীক্ষা। সমুদ্রসৈকতের অদূরে বসানো এক সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ভোরে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ছিলেন সুদীক্ষাও। তার পর আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। সুদীক্ষার সঙ্গে ওই সময় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত তরুণীর কোনও খোঁজ মেলেনি।

পোশাক এবং জুতোর সন্ধান পাওয়ার পরে তদন্তকারীদের অনুমান, সেগুলি চেয়ারের সামনে রেখে সমুদ্রে নেমেছিলেন সুদীক্ষা। তাঁদের অনুমান, সমুদ্রে নেমে তলিয়ে

গিয়েছেন তরুণী। সুদীক্ষা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যেরাও। তিনি তলিয়ে গিয়েছেন, না কি তাঁকে কেউ অপহরণ করেছেন, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে পরিবারের মনে। সুদীক্ষার বাবা সুব্বারায়ুডু কোনাঙ্কি জানান, গত বুধবার তাঁর মেয়ে বন্ধুদের জানিয়েছিলেন একটি রিসর্টে পার্টিতে যাচ্ছেন। ভোর ৪টের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রসৈকতে গিয়েছিলেন তিনি। এর কিছু ক্ষণ পর বন্ধুরা সমুদ্রসৈকত থেকে ফিরে এলেও সুদীক্ষা আর ফেরেননি।

তাঁর পরিবার জানিয়েছে, সুদীক্ষা সব সময় নিজের কাছে ফোন রাখতেন। কিন্তু নিখোঁজ হওয়ার দিন বন্ধুদের কাছে ফোন এবং টাকার ব্যাগ রেখে যান। সুদীক্ষার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করছে পুলিশ।

উত্তর মেসিডোনিয়ার নাইটক্লাবে আতশবাজি থেকে অগ্নিকাণ্ড, মৃত ৫১

স্কোপজে, ১৬ মার্চ: উত্তর মেসিডোনিয়ার নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঝলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫১ জনের। আহত শতাধিক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। তবে মনে করা হচ্ছে, আতশবাজির জেরেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় রবিবার ভোররাত নাগাদ রাজধানী স্কোপজে থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত কোচানি শহরের একটি বিখ্যাত নাইটক্লাবে ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় উত্তর মেসিডোনিয়ার একটি জনপ্রিয় হিপ-হপ ব্যান্ডের কনসার্ট চলছিল। যা দেখার জন্য নাইটক্লাবটিতে জড়ো হয়েছিলেন অন্তত ১৫০০ জন মানুষ। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিপত্তি ঘটে। প্রথমে রাত ২টো নাগাদ আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লেলিহান শিখা গ্রাস করে গোটা নাইটক্লাব। মুহূর্তের মধ্যে ‘জতুগৃহে’ পরিণত হয় সেটি।

NOTICE

e- tender are invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT no- 03/PMKSY-WDC2.0/ 07/ NRM/2024-25 Para** Dated 13/03/2025 in the district Purulia. For details, please visit **https://wbtenders.gov.in.** Last Date for submitting online bid **24/03/2025.**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture, Para Block & PIA, Gowai & Horal Watershed, Para Purulia

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

e-TenderS are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2025_ZPHD_827609_1.DT-17/03/2025, 2025_ZPHD_827609_2, DT-17/03/2025 and 2025_ ZPHD_827641_1 DT-14/03/2025(Pre-Bid Meeting on 17/03/205 at 10.00am at GP office). And the Tender ID No. 2025_ZPHD_827633_1 DT-17/03/2025** is cancelled due to unavoidable circumstances. Last date of tender dropping **24/03/2025 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **28/03/2025 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ১৭ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

বিশুদ্ধ অক্সিজেন এবং জোসেফ প্রিষ্টলি

ডাঃ শামসুল হক

১৭৭৪ সালের আগস্ট মাসের এক অপরাহ্ণ বেলায় ঘটেছিল এক অভাবনীয় ঘটনা এবং তারপর তারই জেরে নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন হাজার হাজার মানুষও। সেদিন বিলেতের বিজ্ঞানপ্রেমী সেই মরমী মানুষ জোশেফ প্রিষ্টলি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই করেছিলেন ছোটখাটো কিছু কাজকর্ম। সেটা আবার ছিল তাঁর নিত্য দিনের অভ্যাসও।

সেদিন তাঁর কাজের বিষয়বস্তু ছিল লাল পারদ। সেই রাসায়নিক পদার্থ থেকে কেমন ধরণের গ্যাস নির্গত হয় সেটাই ছিল তাঁর সেদিনের সেই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। কাজ করতে করতে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তীক্ষ্ম নজর ও রাখছিলেন। তখন লাল পারদের উপর থেকে নির্গত একটা গ্যাস বের হতে দেখে নতুনভাবে উৎসাহীও হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর কি ঘটে সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করতে থাকেন। ইতিমধ্যে পরীক্ষার জন্য কিছুটা গ্যাস তিনি একটা পাত্রে ভরেও রাখেন।

কিন্তু হঠাৎই ঘটে যায় একটা বিপর্যয়ও। ছোট্ট একটা ইঁদুর ছুটে এসে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে গ্যাসের সেই উৎসস্থলকেই কেন্দ্র করে। আর সেটা দেখে ভীষণ মজাও পান প্রিষ্টলি। পরে আবার বিব্রতও হন। নষ্ট হয় নিজের মনঃসংযোগও। তাই ইঁদুরটাকে তাড়াবার চেষ্টাও করেন তিনি। কিন্তু নাছোড়বান্দা সেও, সেখান থেকে সরতে চায় না কিছুতেই। অবশেষে একরাশ বিরক্তি নিয়ে তিনি ধরে ফেলেন সেই ছোট্ট প্রাণীটাকে। তারপর তাকে ভরে দেন গ্যাস ভর্তি সেই পাত্রের মধ্যে। বন্ধ করে দেন সেই পাত্রের মুখও এবং সময় কাটানোর জন্য তিনি চলে যান তাঁর নিজস্ব বাগানবাড়িতে।

ঘন্টা তিনেক পরে ফিরেও আসেন। তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় ইঁদুরছানার কথাও। তার ভবলীলা এতক্ষণে নিশ্চয়ই সাঙ্গ হয়েছে সেই কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি ঢোকেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে। তাকান গ্যাস ভর্তি সেই পাত্র এবং অতি অবশ্যই ইঁদুরটার দিকেও। কিন্তু সবকিছু দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। দেখেন পাত্রের মধ্যে পরম আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে ছোট্ট সেই প্রাণীটা।

ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয়ে যান প্রিষ্টলি। এক্ষেত্রে তাঁর অঙ্ক যে মেলেনি বুঝতে পারেন সেটাও। কিন্তু কেন ঘটল এই ধরণের ঘটনা? নতুনভাবে ভাবতে বসেন সেটা নিয়েও। তবে কি পাত্রের মধ্যে অন্য কোন গ্যাস ছিল যার দৌলতেই সে তখনও বেঁচে ছিল? এবার একরাশ চিন্তার স্রোত এসে ভীড় জমায় তাঁর মস্তিষ্কে। এখন কি করা উচিত নতুনভাবে ভাবা শুরু করেন সেই বিষয় নিয়েও।

পাত্রের মধ্যে বন্দি অবস্থায় থাকা সেই ইঁদুর ছানাকে অতি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখে নতুনভাবে ভাববার জন্য নিজের কাছে একটু সময় ও চেয়ে নিলেন তিনি।একা একা সবকিছু পেরে উঠবেন না ভেবেই ডেকে নিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন সহকারীকেও।

দুজনে মিলে শুরু করলেন শলাপরামর্শ এবং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও। সেইভাবে কেটে গেল কয়েকটা দিনও । অবশেষে জানা গেল তপ্ত লাল পারদ থেকে নির্গত হয়েছিল অজানা এবং অচেনা যে গ্যাস সেটাই বাঁচিয়ে রেখেছিল ইঁদুরটাকে ।

নতুনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু হল আবিষ্কৃত সেই গ্যাস নিয়ে। জানা যায় সেটা অক্সিজেন। সেটা ১৭৭৪ সালের আগস্ট মাসের এক তারিখের কথা। প্রিষ্টলি তখন তার নাম দেন ডিফ্লোজিস্টেডেট এয়ার। তবে তাঁর এই কাজের আগে অক্সিজেন আবিষ্কারের জন্য অন্য আর ও এক বৈজ্ঞানিকের অবদানের কথাও বলা প্রয়োজন। তিনি সুয়েডীয় বিজ্ঞানী কার্ল ভিলহেল্ম শোলে।

১৭৭২ সালে তাঁর ই নিজের লেখা chemical tþreatþice abouþtþ air and fire গ্রন্থের মধ্যে তিনি এই অক্সিজেনের কথাই লিখেছিলেন। কিন্তু বইটা দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত ছিল বলে সেই তথ্যটাও সকলের অজানাই থেকে যায়।

অজৈব যৌগের বিয়োজনের মাধ্যমে তাঁর অক্সিজেন আবিষ্কারের কথাই লেখা আছে সেই গ্রন্থে। কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কে, আমাদের নিত্য দিনের চলমান জীবনযাত্রায় এবং অপারেশন থিয়েটারে বা মুমূর্ষু রোগীদের নতুনভাবে জীবন ফিরে পাওয়ার তাগিদে অক্সিজেনের ভূমিকা যে ঠিক কতখানি সেটা মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করছি আমরা।

কিডনি ও ডায়াবেটিসের রোগীরা চিনির বদলে গুড় খাচ্ছেন? মারাত্মক কোনও সর্বনাশ ডেকে আনছেন না তো?

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুড় ও চিনি দুটোই মিষ্টিজাতীয় খাবার। এখন অনেকেই দৈনন্দিন খাবারদাবারে যতটা সম্ভব চিনি এড়িয়ে চলেন। তবে এর পিছনে কি আদৌ কোনও যুক্তিসম্মত কারণ রয়েছে? নাকি পুরোটাই হুজুগ? বিশেষজ্ঞদের মতে পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যগত দিকের বিচারে গুড় চিনির তুলনায় কিছুটা বেশি স্বাস্থ্যকর।

গুড়ের পুষ্টিগুণ

- গুড়ে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক এবং সেলেনিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ থাকে।
- এতে ভিটামিন বি এবং কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও পাওয়া যায়।
- গুড়ের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স চিনির তুলনায় কিছুটা কম, তাই এটি রক্তে শর্করার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ায়।

চিনির পুষ্টিগুণ

- চিনিতে মূলত সুক্রোজ থাকে, যা একটি সাধারণ শর্করা।
- এতে কোনও ভিটামিন বা খনিজ পদার্থ নেই।
- চিনির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি হওয়ায় এটি রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়।

গুড়ের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

- গুড় হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
- এটি রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে সহায়ক।
- গুড় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্যগত অপকারিতা

- গুড় ও চিনি দুটোই অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে ওজন বাড়তে পারে।
- ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য গুড় ও চিনি দুটোই ক্ষতিকর।

একই কথা প্রযোজ্য কিডনির রোগীদের জন্যেও। উপরন্তু গুড়ে পটাশিয়াম এবং ফসফরাস থাকে। দু'টি খনিজ অতিরিক্ত পরিমাণে শরীরে গেলে কিডনির ক্ষতি হয়।

সবমিলিয়ে বলা যায়, গুড় চিনির তুলনায় কিছুটা বেশি স্বাস্থ্যকর হলেও, বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। তাই গুড়ও পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। বিশেষ করে ডায়াবেটিস বা কিডনির রোগের মতো অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা থাকলে গুড় চিনির মতোই বিপজ্জনক হতে পারে। তাই খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ধুলো উড়লেই হাঁচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত? সহজ কিছু উপায় জানা থাকলেই মুক্তি মিলবে ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে

ডাস্ট অ্যালার্জির সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। নামে ডাস্ট অ্যালার্জি হলেও শুধু ধুলো থেকে এই অ্যালার্জি হয়, এমন নয়। ধুলোর মধ্যে থাকা ক্ষুদ্র কীট, যা ডাস্ট মাইট নামে পরিচিত, সেটাই অ্যালার্জির প্রধান কারণ। এছাড়া ঘরের মধ্যে থাকা ছত্রাক বা মোল্ড অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। অনেকের বাড়িতে পোষা কুকুর বা বেড়াল থাকে। এই ধরনের প্রাণীর লোম বা খুশকি অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। এমনকী ফুলের পরাগ রেণুও ধুলোর সঙ্গে মিশে অ্যালার্জির কারণ হতে পারে।

কীভাবে মুক্তি পাবেন এই সমস্যা থেকে?

ঘর পরিষ্কার রাখা

- নিয়মিত ঘর ঝাড়ু ও মোছার মাধ্যমে ধুলো পরিষ্কার রাখুন।
- বিছানার চাদর, বালিশের কভার এবং পর্দা নিয়মিত গরম জলে ধুয়ে নিন।
- কার্পেট বা মোটা পর্দা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এগুলোতে বেশি ধুলো জমে থাকে।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার

- হাই-এফিসিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার ফিল্টারযুক্ত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করুন। চলতি ভাষায় একে 'হেপা' বলে।
- নিয়মিত ভ্যাকুয়াম করার মাধ্যমে ধুলো ও ডাস্ট মাইট দূর করুন।

আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ

- ঘরের আর্দ্রতা ৩৫-৫০ এর মধ্যে রাখুন।
- হিউমিডিফায়ার বা ডিহিউমিডিফায়ার ব্যবহার করে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার

- হেপা ফিল্টারযুক্ত এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করে বাতাস থেকে ধুলো ও অ্যালার্জেন দূর করতে পারেন।

নাক পরিষ্কার রাখা

- নাক পরিষ্কার রাখার জন্য স্যালাইন সলিউশন ব্যবহার করুন।
- নাক পরিষ্কার করার জন্য নেটি পট ব্যবহার করতে পারেন।

প্রাকৃতিক প্রতিকার

- মধু মধু প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অ্যালার্জিক উপাদান, যা কাশি ও গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। সকালে নিয়ম করে এক চামচ মধু খেতে পারেন।
- আদা আদা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে, যা অ্যালার্জির লক্ষণ কমাতে পারে।
- ুলসী তুলসী পাতা অ্যালার্জির লক্ষণ কমাতে সাহায্য করে।